ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

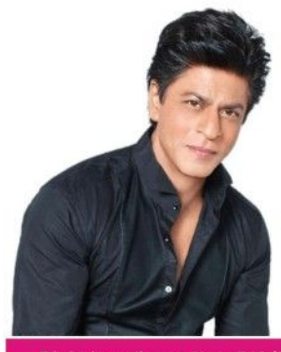

টাইগার ৩-তে থাকছেন শাহরুখও

পৃঃ ৫

মেসি ম্যাজিকে পেরুকে উড়িয়ে দিল আর্জেন্টিনা

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৯১ ● কলকাতা ● ০৯ কার্তিক, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ২৭ অক্টোবর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা ইডির, কিন্তু করা গেল না কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বর পরীক্ষা

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : আদালতের অনুমতির পরেও কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহে জটিলতা অব্যাহত রইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে, দফায় দফায় এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করলেও শেষপর্যন্ত কণ্ঠস্বরের নমুনা নিতে এদিনও ব্যর্থ হল এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টটরেট।সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু এর আগে বলেছিলেন, আমি লিপস অয়ান্ড বাউন্ডসে কাজ করি। আমার সাহেবকে কোনওদিন কেউ ছুঁতে পারবে না। তাই আমায় টানাটানি করছে। আমার সাহেব অভিষেক বন্দেয়াপাধয়ায়। আদালতে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে প্রভাবশালী বলে উল্লেখ করে ইডির আইনজীবী বলেন, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র প্রভাবশালী, জেলে গিয়ে অন্যকিছু করতে পারেন। জেল হেফাজতে কে আসছে, কে যাচ্ছে জানা সম্ভব হবে না। জেলের সিসিটিভি ফুটেজ রেকর্ড করে সংগ্রহ করা হোক। তারপর বেশ কিছু অডিও সূত্র ধরে সামনে আসে কণ্ঠস্বর নমুনার পরীক্ষার কথা। যা দ্রুত করার নির্দেশ আদালতও দিয়েছে। কিন্তু জটিলতা এখনও কাটল না।সুজয়কৃষ্ণ

এরপর ৩ পাতায়

৪২ বছর আগের তথ্য চাইছে, তখন তো অভিষেক জন্মাইনি' :মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই রাজ্যে সপ্তমে উঠল রাজনৈতিক তরজার সুর। দ্বাদশীর সাত সকালেই রাজ্যের বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বাড়িতে হানা দিয়েছে ইডি । পুজো মিটতেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সক্রিয়তা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে তীব্র আক্রমণ শানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।এদিকে, রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গে ইডি-র স্ক্যানারে তাঁর আপ্ত সহায়ক অমিত দে। নাগেরবাজারে ৩টি ফ্ল্যাট রয়েছে অমিতের। এদিন সেখানেও হানা দেয় ইডি। যদিও প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটই তালাবন্ধ। এখনও পর্যন্ত কোনও খোঁজ মেলেনি তাঁর।

জ্যোতিপ্রিয়র বাড়িতে এখনও প্রায় ৯ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি। রেশন দুর্নীতি মামলায় চলছে এই তল্লাশি। সকাল ৬টা ১০-এ প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর বাড়িতে পৌঁছে যান ইডি-র অফিসাররা। সল্টলেকের বিসি ব্লকে ২৪৪ ও ২৪৫, পাশাপাশি দুটি বাড়ি রয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের। দুটি বাড়িই ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ইডি সূত্রে খবর, মন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।রাজনৈতিকভাবে লড়াইয়ে না পেরে 'খারাপ উদ্দেশ্যে' যাবতীয় তদন্ত চলছে বলেই সুর চড়িয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। রাজ্যের একাধিক মন্ত্রীর বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হানা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্রমণ, 'পুজোর সময়ও বাদ যায়নি। আমার একাধিক মন্ত্রীর বাড়িতে হানা চালাচ্ছে। তাহলে সরকারটা বাদ গেল কোথায়?'

প্রসঙ্গত, রেশন বণ্টন দুর্নীতিতে ধৃত বাকিবুর রহমানের সূত্র ধরে কিছুদিন

এরপর ৩ পাতায়

নোটবন্দির সময় ৪ কোটি জমা, দিঘায় কটা হোটেল স্ত্রীর নামে?' জ্যোতিপ্রিয়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রায় ১০ ঘণ্টা পার! বৃহস্পতিবার সাতসকালে রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সল্টলেকের বাড়িতে হানা দিয়েছেন ইডির আধিকারিকেরা। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সূত্রে খবর, রেশন দুর্নীতি মামলায় বাকিবুর রহমানের গ্রেফতারের পরই নাম উঠে এসেছে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের।উল্লেখ্য, এর আগে খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিবুর রহমানকে এরপরেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নাম জড়িয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের। এবার সেই কারণেই বর্তমান বনমন্ত্রীর বাড়িতে হানা দিয়েছে ইডি। যদিও এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সল্টলেকের বিসি ব্লকের পাশাপাশি দুটি বাড়িতে সকাল থেকেই তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ইডি। এখনও চলছে তল্লাশি অভিযান।

এদিকে বনমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সাংবাদিক বৈঠক করে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। বৃহস্পতিবার শুভেন্দু বলেন, 'নদিয়া এবং উত্তর ২৪ পরগনায় এমন কোনও অপকর্ম নেই, যা করেনি। মমতা ব্যানার্জিকে প্রশ্ন করতে চাই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এবং তাঁর স্ত্রীর নামে নোটবন্দির সময় সল্টলেকের ব্যাঙ্কে ৪ কোটি টাকা বদল করা হয়েছে। সেটা কি আপনার টাকা? জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের

এরপর ৩ পাতায়

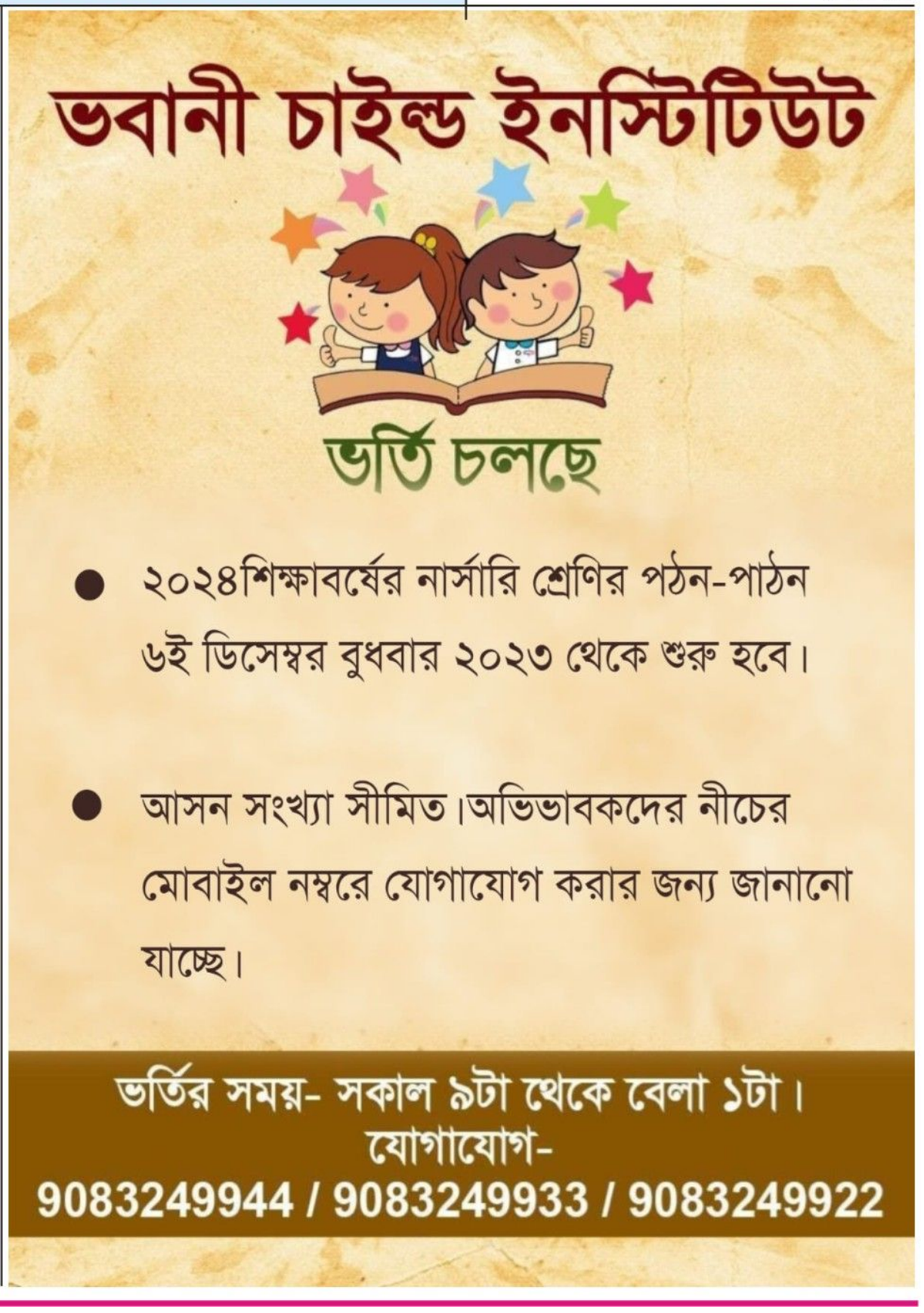

ইসকন মন্দিরে দীপদান অনুষ্ঠান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবছর ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির এবং বিশ্বব্যাপী সমস্ত শাখা কেন্দ্রে শ্রী শ্রী লক্ষী পূর্ণিমার দিন ২৮ শে অক্টোবর শনিবার থেকে শুরু হবে দীপদান অনুষ্ঠান। চলবে রাসপূর্ণিমা ২৭ শে নভেম্বর সোমবার পর্যন্ত। এই একমাস ব্যাপী অনুষ্ঠানে জাতি-ধর্ম - বর্ন নির্বিশেষে সকলেই দীপদান করতে পারবেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। প্রতিদিন ৭ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলবে।একই সাথে চলবে দামোদরাষ্টকম্ স্তোত্র পাঠ। দেশ বিদেশের হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক লাইনের ব্যবস্থা করা হয়। কঠোর করা হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ভগবানের প্রীতি লাভার্থে দীপদান করা হয়। দীপদান আলোর উৎসব, আনন্দের উৎসব, অন্ধকার দূরীভূত করার উৎসব, মহামিলনের উৎসব। অন্ধকার বিদূরিত হয়ে আমাদের মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হোক আলোর দীপ। শুভ দীপদান অনুষ্ঠানে এই হোক আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

রসিক গৌরাঙ্গ দাস
জনসংযোগ আধিকারিক
ইসকন, শ্রীমায়াপুর
নদীয়া, পিন - ৭৪১৩১৩
২৫/১০/২০২৩
Mob- 9475438281/ 9932316989
Email- iskconmedia office@gmail

শিক্ষকদের হবে পদোন্নতি,

পুজোর ছুটিতেও ক্লাস, বিরাট উদ্যোগ স্কুলগুলোর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দীর্ঘ গরমের ছুটি এবং পঞ্চায়েত ভোটের কারণে চলতি বছরের একটা বড় অংশ সময় বন্ধ ছিল স্কুল। ফলে বহু বিষয়ের সিলেবাস শেষই করা যায়নি। এদিকে ফাইনাল পরীক্ষার আগেও বিশেষ সময় নেই। এই অবস্থায় দ্রুত সিলেবাস শেষ করতে পুজোর ছুটিতে বাড়তি ক্লাসের ব্যবস্থা করতে চলেছে রাজ্যের একাধিক স্কুল। অধিকাংশ স্কুলের কাছে এছাড়া বিকল্প কোনও উপায় নেই।জানা গেছে, কোনও শিক্ষকের নিজের লেখা বই থাকলে, পদোন্নতির ক্ষেত্রে সেটি বাড়তি গুরুত্ব পেতে পারে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পদোন্নতি হয় তাঁদের প্রকাশনার বিচারে। এর পাশাপাশি স্কুলের কোনও শিক্ষামূলক ভ্রমণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের ভূমিকা কী, সেটিও খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করতে পারে রাজ্য। কোনও শিক্ষক হেড একজামিনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন কি না, ক্লাসরুম টিচিং কেমন, আলাদা করে রুটিনের বাইরে এক্সট্রা ক্লাস করাচ্ছেন কিনা, তাঁর প্রকাশিত কোনও আর্টিকেল রয়েছে কি না। এইসব বিষয়গুলিও দেখা হবে বলে জানা গেছে।যদিও পুজোর ছুটিতে শিক্ষকরা ক্লাস নেবেন কিনা তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে পদোন্নতি, র‍্যাঙ্কিংয়ের মতো বিষয়গুলিকে কাজে লাগাতে চাইছে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলি। এবার থেকে স্কুল শিক্ষকদের পদোন্নতি শুরু করছে রাজ্য সরকার। শিক্ষকদের পড়ানোর মান, ধরন, বাড়তি উদ্যোগ নেওয়ার উতসাহ প্রভৃতি খতিয়ে দেখা হবে। একই সঙ্গে স্কুলের জন্যও রাজ্য চালু করেছে র‍্যাঙ্কিং। বুধবার এই বিষয়ে শিক্ষা দফতরের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পুজোর ছুটিতে ক্লাস করার জন্য এই বিষয়গুলিকে শিক্ষকদের কাছে মোটিভেশন হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।

যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষের বাড়তি ক্লাস নেওয়ার উদ্যোগ কতখানি ফলপ্রসূ হবে তা নিয়ে মতান্তরও রয়েছে। কারণ, এর আগে শনিবার বা সপ্তাহের অন্য দিনে বাড়তি ক্লাস নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা সফল হয়নি। তাছাড়া পুজোর ছুটিতে অনেক শিক্ষক, শিক্ষিকারা বাইরে বেড়াতে যান। ফলে সিলেবাস শেষ করতে বাড়তি ক্লাস নেওয়ার উদ্যোগ কতখানি সফল হবে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে শিক্ষকদের মধ্যে। অধ্যাপকদের মতো এবার শিক্ষকদেরও হবে পদোন্নতি। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরদের মতো এবার শিক্ষকদের জন্যও তৈরি হবে নতুন পদ। স্কুল শিক্ষকদের জন্যও এবার নয়া প্রোমোশন নীতি আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। আসতে চলেছে অ্যাসোসিয়েট শিক্ষক, সিনিয়র শিক্ষকের মতো নতুন পদ। এর আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও শিক্ষকদের সার্বিক উন্নতির কথা বলেছিলেন।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

হাতির সরিষার তেল -

বাংলায় উৎসবের সময় একটি পছন্দের স্বাস্থ্যকর খাবার তেল

- উৎসবের মধ্যে নিশ্চিত বিশুদ্ধতা
- কলকাতায় নিজেকে চিহ্নিত করা

এগমার্ক গ্রেড - 1

কচ্চী ঘানী

সরসোঁ তেল

Kolkata, October 19, 2023: নিউজ সারাদিন : হাতি সরিষার তেল ভারতের অন্যতম সেরা খাবার তেল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। উৎসবগুলি কাছে আসার সাথে সাথে, এটি রান্নার জন্য এবং আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য একটি পছন্দ হিসাবে উঠে এসেছে।

খাবার তেল শিল্পের একটি নেতৃস্থানীয় খেলোয়াড় হিসাবে, হাতি সরিষার তেল সারা দেশে পরিবারগুলিতে সবচেয়ে ভাল এবং স্বাস্থ্যকর রান্নার তেল সরবরাহ করার উত্তরাধিকার দীর্ঘদিন ধরে বজায় রেখেছে।

মি. রাঘব ভগত, প্রেসিডেন্ট, হাতি সরিষার তেলের সভাপতি আসন্ন উতসব মরসুমের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, বলেন, "হাতি সরিষার তেলে, আমাদের লক্ষ্য হল সর্বদা আমাদের গ্রাহকদের সেরা এবং সবচেয়ে খাঁটি পণ্য সরবরাহ করা। আমাদের লক্ষ্য এটিকে প্রত্যেক মানুষের জীবনধারার একটি অংশ হিসাবে করে তোলা। এই উৎসব মরসুমে, আমরা আপনাদের প্রিয়জনকে বিশুদ্ধতা এবং স্বাস্থ্য উপহার দেওয়ার জন্য একটি বিশেষ সংগ্রহ নিয়ে এসেছি।"

এর রান্নায় প্রয়োগ ছাড়াও, হাতি ব্র্যান্ডের কচি ঘানি তেলের অসাধারণ সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রয়েছে। প্রায়ই ভারতীয় বাড়িতে পূজা অনুষ্ঠানের সময় প্রদীপ জ্বালাতে এটির ব্যবহার করা হয়, যা বিশুদ্ধতা এবং দেবত্বের প্রতীক। হাতি সরিষার তেল এই পবিত্র ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গর্বিত এবং এই শুভ আচার-অনুষ্ঠানের জন্য পছন্দের পছন্দ হিসেবে রয়ে গেছে। হাতি সরিষার তেল এই পবিত্র প্রথার একটি সমন্বিত অংশ হিসেবে গর্বিত এবং এটি শুভ অনুষ্ঠানের জন্য প্রথম পছন্দ হতে উঠেছে। দুর্গাপূজা এসেছে এবং সরিষার তেলের প্রদীপ জ্বালানোর একটি মহান আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে।

কলকাতায়, মানুষদের কে হাতি সরিষার তেল ব্যবহার করতে দেখা গেছে, যা তেলের গুণমানের প্রতি আস্থার পরিচয় দেয়।

প্রতিমা পান্ডা, একজন উৎসাহী ব্যবহারকারী এবং দুই সন্তানের মা, বলেন, "আমি আমার দৈনন্দিন খাবারের রেসিপিগুলিতে হাতি ব্র্যান্ডের উচ্চ মানের কাছি ঘানি তেল ব্যবহার করে আমার পরিবারের স্বাস্থ্য বজায় রাখি। আমি আমার বন্ধুদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য এই তেল ব্যবহার করার পরামর্শ দিই।"

কলকাতার একটি মিষ্টি দোকানের মালিক মিঃ রাকেশ পল বলেন, "শুধু বাড়িতেই নয়, তিনি তার দোকানেও হাতি ব্র্যান্ডের তেল দিয়ে অনেক খাবার তৈরি করছেন। তেলটি তাজা এবং সুস্বাদু এবং এটি তার গ্রাহকদের একটি ভিন্ন স্বাদের অনুভতি প্রদান করে।"

হাতি সরিষার তেল তার সমস্ত পণ্যের গুণমান এবং বিশুদ্ধতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার প্রতিশ্রুতিতে অটল রয়েছে। নতুন হাতি ব্র্যান্ডের কাচ্চি ঘানি তেলও এর ব্যতিক্রম নয়, এবং কোম্পানি গ্রাহকদের সাথে এর সুবিধা এবং ঐতিহ্য শেয়ার করতে পেরে রোমাঞ্চিত।

হাতি সরিষার তেল এবং এর পণ্যের পরিসর সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট www.hathimustardoil.com দেখুন বা info@hathimustardoil.com - এ আমাদের গ্রাহক সেবার সাথে যোগাযোগ করুন।

আদিশ্বর অটো রাইড ইন্ডিয়া কলকাতায় 'মোটো ভল্ট'

(Moto Vault) সুপারবাইকের শোরুমের উদ্বোধন করেছে

~ 'মোটো ভল্ট' হল ভারতের একমাত্র মাল্টি-ব্র্যান্ড সুপারবাইক ফ্র্যাঞ্চাইজি ~
~'মোটো ভল্ট'-এর পাশাপাশি বিশ্বের আরও নামকরা ব্র্যান্ডও অফার করা হয়, যেমন - মোটো মোরিনি, জোন্টে, ও কিউ.জে. মোটর ~
~ তাছাড়া এক্সক্লুসিভ রেঞ্জের পোশাক ও অ্যাক্সেসরি আইটেমও আপনি 'মোটো ভল্ট'-এর শোরুমে পাবেন ~

কলকাতা, ১৭ই অক্টোবর, ২০২৩: নিউজ সারাদিন : মহাবীর গ্রুপ কোম্পানির আদিশ্বর অটো রাইড ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (অঅজও) যাতায়াতের ক্ষেত্রে সংস্থার দ্বারা প্রদত্ত প্রিমিয়াম অফারের সমষ্টিতে আরও একটি সাফল্য যোগ করতে সক্ষম হয়েছে - সংস্থাটি কলকাতায় তার লেটেস্ট ভেঞ্চার অর্থাৎ মাল্টি-ব্র্যান্ড সুপারবাইক ফ্র্যাঞ্চাইজি, 'মোটো ভল্ট' লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করেছে। প্রত্যেক গ্রাহক যাতে সবচেয়ে সেরা সুপারবাইকের অভিজ্ঞতা পান তা নিশ্চিত করতে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক টাচ পয়েন্ট সেট-আপ করার কোম্পানির অভিপ্রায়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এই ঘোষণাটি করা হয়েছে।

'গ্রিন হুইলজ'-এর ব্যানারের নিচে এই অত্যাধুনিক শোরুমের ঠিকানা হল ৯ এ.জে.সি. বোস রোড, শেক্সপিয়ার সরণি রোড, পোস্ট অফিস: বেক বাগান থানা, কলকাতা, পশ্চিম বঙ্গ - ৭০০০১৭। এই শোরুমে গ্লোবাল রেঞ্জের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সুপারবাইকও স্থান পেয়েছে, যেমন, মোটর মোরিনি, জোন্টেস ও কিউ.জে. মোটর। অদূর ভবিষ্যতেই অঅজও, তার এই মাল্টি-ব্র্যান্ড ফ্র্যাঞ্চাইজির মাধ্যমে আরও অনেক বিশ্ব-মানের ব্যান্ডকে উৎসাহী গ্রাহকের সামনে নিয়ে আসার কথা ভেবেছে। এই আউটলেটটি এন্ড-টু-এন্ড সেলস, পরিষেবা ও ভেহিকলের সমস্ত আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান করার কথা ভেবেই তৈরি করা হয়েছে যেখানে এইসব পরিষেবার পাশাপাশি এক্সক্লুসিভ রেঞ্জের পোশাক ও অ্যাক্সসরি আইটেমও প্রদর্শিত হবে।

এই উপলক্ষে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে, আদিশ্বর অটো রাইড ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মিঃ বিকাশ ঝাবাখ বলেন, "আদিশ্বর অটো রাইড ইন্ডিয়া-তে, আমাদের মূল উদ্দেশ্যটি হল গ্রাহকের সাথে আমাদের সম্পর্কের মাধ্যমে আমাদের ব্যবসাতে নবতর মান যোগ করে চলা। এই অভিমুখে আমাদের প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়াস হিসাবে আমরা গৌরবের সাথে কলকাতায় এই ধরনের একটি অনন্য মাল্টি-ব্র্যান্ড সুপারবাইক ফ্র্যাঞ্চাইজি-'মোটো ভল্ট' লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করতে পেরেছি। এই লঞ্চ ভবিষ্যতে আমাদের প্রোডাক্ট, সেল ও সম্মানিত গ্রাহকদের পরিষেবা প্রদান সংক্রান্ত সহায়তার পূর্ণাঙ্গ রেঞ্জকে প্রসারিত করার আমাদের প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করবে। সারা ভারত জুড়ে 'মোটো ভল্ট' শোরুম লঞ্চ করার পিছনে আমাদের লক্ষ্য হল সুপারবাইকের উৎসাহী গ্রাহকদের সারা বিশ্বজুড়ে সমাদৃত বিভিন্ন ব্র্যান্ড ও তাদের পরিচিত প্রোডাক্টের অভিজ্ঞতা প্রদান করা।"

নতুন ডিলারশিপ লঞ্চ করার ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে 'মোটো ভল্ট-কলকাতা' সংস্থার ডিলার প্রিন্সিপাল, মিঃ গৌরব বাজাজ বলেন, "মোটো ভল্ট ইন্ডিয়া-র সাথে এক সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত অনুভব করছি। আমাদের গ্রাহক-নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে, 'মোটো ভল্ট কলকাতা' সংস্থার পেশাদার হিসাবে আমরা সমস্ত গ্রাহকদের জন্য নির্বিঘ্ন ও প্রিমিয়াম সেলস ও পরিষেবার অভিজ্ঞতা প্রদান করতে চাই। গ্রাহকদের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মালিকানার অভিজ্ঞতা অফার করতে বিশ্বমান অনুযায়ী আমাদের কর্মচারীদের কোম্পানি দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।"

'মোটো ভল্ট' সারা ভারত জুড়ে অতি দ্রুত হারে সংস্থার ফুটপ্রিন্ট প্রসারিত করার লক্ষ্য গ্রহণ করেছে এবং একই সাথে ব্যবসা আরও সম্প্রসারিত করতে, সুপারবাইকিংয়ের জন্য একই ধরনের আবেগ অনুভব করা ব্যবসার পার্টনার খুঁজে চলেছে।

মোটো মোরিনি ব্র্যান্ডের ৬৫০ সিসি রেঞ্জের মধ্যে ৪টি মডেল রয়েছে, যার প্রারম্ভিক দাম ₹৬,৮৯,০০০ (ভারতে এক্স-শোরুম দাম) থেকে শুরু হয় যার মধ্যে সেইয়েম্মেজ্জো রেট্রো স্ট্রিট ও স্ক্র্যাম্বলার ছাড়াও এক্স-কেপ ৬৫০ এক্স-কেপ ৬৫০এক্সও রয়েছে।

জোন্টেস ব্র্যান্ডের রেঞ্জের প্রারম্ভিক দাম ₹৩,১৫,০০০ (ভারতে এক্স-শোরুম দাম) থেকে শুরু হয় এবং এতে ৩৫০ সিসি ক্যাটেগরিতে ৫টি মডেল পাওয়া যাচ্ছে। সেগুলি হল - ৩৫০আর, ৩৫০এক্স, জি.কে.৩৫০, ৩৫০টি এবং ৩৫০টি এডিভি।

কিউ.জে. মোটর ব্র্যান্ডের রেঞ্জের প্রারম্ভিক দাম ₹১,৯৯,০০০ (ভারতে এক্স-শোরুম দাম) থেকে শুরু হয় এবং এতে ২৫০ সিসি থেকে ৪০০ সিসি পর্যন্ত ক্যাটেগরিতে ৪টি মডেল উপলভ্য। সেগুলি হল - এসআরসি ২৫০, এসআরসি ৫০০, এসআরভি ৩০০ এবং এসআরকে ৪০০।

আরও তথ্য পেতে, অনুগ্রহ করে motovault.com লিঙ্ক দেখুন।

সাঁড়াশি চাপে মহুয়া, বিজেপি সাংসদ ও প্রাক্তন প্রেমিকের বয়ান রেকর্ড করবে এথিক্স কমিটি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্রমশ চাপ বাড়ছে মহুয়া মৈত্রের । তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে ঘুষের বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন করার অভিযোগের তদন্তে আজ, বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসছে লোকসভার এথিক্স কমিটি । মূল অভিযোগকারী, বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে ও আইনজীবী জয় অনন্ত দেহদ্রাই -কে তলব করেছে কমিটি।গত সপ্তাহেই ওই ব্যবসায়ী একটি হলফনামা জমা দেন, যেখানে তিনি স্বীকার করে নেন যে সংসদে আদানি ইস্যু নিয়ে প্রশ্ন করার জন্য মহুয়া মৈত্রকে ঘুষ দিয়েছিলেন। অর্থ ও দামি উপহারের বিনিময়ে তৃণমূল সাংসদ তাঁর সংসদীয় ইমেইল আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে দেন। সেখানেই যাবতীয় প্রশ্ন লিখে পাঠাতেন ওই ব্যবসায়ী।তাঁদের সশরীরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের ভিত্তিতে দুইজনের বয়ান রেকর্ড করা হবে।

গত ১৫ অক্টোবর বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে অভিযোগ করেন, তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র টাকার বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন করেন। আদানি ইস্যু নিয়ে সংসদে প্রশ্ন করার জন্য দুবাইয়ের ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানির কাছ থেকে মহুয়া মৈত্র ২ কোটি টাকা ও বহু নামি-দামি ব্র্যান্ডের পণ্য আদায় করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয় অনন্ত দেহদ্রাই, যিনি তৃণমূল সাংসদের প্রাক্তন প্রেমিক, তিনিও বিজেপি সাংসদের অভিযোগকে সমর্থন করেন এবং প্রমাণও জমা দেন। মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজের জন্য লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে আবেদন জানান নিশিকান্ত দুবে। এরপরই বিষয়টি লোকসভার এথিক্স কমিটির কাছে পাঠানো হয়।

১-ম পাতার পর

৪২ বছর আগের তথ্য চাইছে, তখন তো অভিষেক জন্মাইনি' :মমতা

আগেই রাজ্যের বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের বাড়িতে ম্যারাথন তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। এবার তারা হানা দিয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর বাড়িতে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তের উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, 'অভিষেকের (বন্দ্যোপাধ্যায়) বাবার কাছে ওঁকে নিয়ে ৪২ বছর আগের তথ্য চাইছে। তখন তো অভিষেক জন্মাইনি। ওদের তরফে ১৯৮১-'৮২ সালের তথ্য চাওয়া হচ্ছে অভিষেককে নিয়ে। ও (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) জন্মেছে '৮৭ সালে। এটা আসলে খারাপ উদ্দেশ্য ছাড়া কী।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীক্ষ্ণ আক্রমণ, 'রাজনৈতিকভাবে লড়াই করো। সেটা না করে এই সমস্তকাজ করছে।'

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে নিশানা করার পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চড়া সুরে আক্রমণ শানিয়েছেন কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারকেও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, 'একটাও বিজেপির ডাকাত, বিজেপি চোরের বাড়িতে কিন্তু তল্লাশি চলেনি।'এদিকে, রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গে ইডি-র স্ক্যানারে তাঁর আপ্ত সহায়ক অমিত দে। নাগেরবাজারে ৩টি ফ্ল্যাট রয়েছে অমিতের। এদিন সেখানেও হানা দেয় ইডি। যদিও প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটই তালাবন্ধ। এখনও পর্যন্ত কোনও খোঁজ মেলেনি তাঁর।

১-ম পাতার পর

নোটবন্দির সময় ৪ কোটি জমা, দিঘায় কটা হোটেল স্ত্রীর নামে?' জ্যোতিপ্রিয়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক শুভেন্দু

স্ত্রী এবং তাঁর পিএ অভিজিত নিউ দিঘা ও বিভিন্ন জায়গায় কতগুলি হোটেল করেছে, তার খবর কি আছে আপনার কাছে? নাকি আপনার পার্টির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন বলে সেই টাকা ৭৫-২৫ ভাগ করে দলেও আসত? এখন কোষাধ্যক্ষ রয়েছেন কি না জানি না।'

২০১২ সাল থেকে এই অবৈধ কাজ হত বলে অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা। এমনকী, চিনির ক্ষেত্রেও দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ শুভেন্দুর।

১-ম পাতার পর

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা ইডির, কিন্তু করা গেল না কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বর পরীক্ষা

ভদ্র শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকলেও কণ্ঠস্বর পরীক্ষার অনুমতি দিলেন না এসএসকেএমের সুপার। ইডি সূত্রে খবর, এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও কণ্ঠস্বর পরীক্ষার জন্য যে শারীরিক অবস্থার প্রয়োজন, সেই জায়গায় এখনও নেই নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ওরফে কালীঘাটের কাকু। সেই অনুমতি দিতে গেলে, মেডিক্যাল বোর্ডের সবুজ সংকেত প্রয়োজন বলেও জানানো হয়েছে।

এই অবস্থায় তৈরি হওয়া জটিলতার জেরে কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষার অনুমতির জন্য ডিরেক্টরের কাছে গেল ইডি। প্রসঙ্গত, ২ মাস ধরে এসএসকেএমে ভর্তি 'কালীঘাটের কাকু' ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। গত ২৩ অগাস্ট হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। ইডির অভিযোগ, একাধিক প্রভাবশালীর সঙ্গে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র তথা কালীঘাটের কাকুর কথোপকথনের প্রমাণ তাঁদের হাতে রয়েছে। সেজন্যই প্রয়োজন কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা।মূলত বাইপাস সার্জারির ২ মাস পার হয়ে গিয়েছে। এখনও এসএসকেএমে রয়েছে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। এর মাঝেই আদালতের নির্দেশের পর, কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে সম্প্রতি এসএসকেএমে পৌঁছেছিলেন ইডি আধিকারিকরা । 'বেসরকারি হাসপাতাল ছেড়ে দিলেও কেন এতদিন এসএসকেএমে সুজয়কৃষ্ণ ? কী চিকিতসা চলছে? কী ওষুধ দেওয়া হচ্ছে সুজয়কৃষ্ণকে ?' সুপারের কাছে জানতে চেয়ে বয়ান রেকর্ড করে ইডি।

লোকসভা ভোটের আগে আরও শক্তি বাড়ল তৃণমূলের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের আগে আরও শক্তি বাড়ল তৃণমূলের। এবার ঘাসফুল শিবিরে যোগ দিলেন বাঁকুড়ার কোতুলপুরের বিজেপি বিধায়ক হরকালী প্রতিহার। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে যোগ দিলেন তিনি। কিছুদিন আগে ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে গিয়ে তাঁর দেখা করেছিলেন হরকালী প্রতিহার। এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে সাক্ষাতের বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছিলেন বিধায়ক। অবশেষে সত্যি হল জল্পনা। বৃহস্পতিবার বিকেলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে ফিরলেন তিনি।জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন হরকালী প্রতিহার। তৃণমূল করতেন তিনি।বাঁকুড়ার যুব তৃণমূল নেতা সন্দীপ বাউড়ির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তবে দীর্ঘদিন দল করলেও প্রাপ্তির ভাণ্ডার ছিল শূন্য। সেই কারণেই ২০১৯ সালে বিজেপিতে যোগ দেন হরকালী। এরপর ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে টিকিট দেয় বিজেপি। জয়ীও হন তিনি। তবে গত কিছুদিন ধরেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল তৃণমূলে ঘর ওয়াপসি হতে চলেছে বিজেপি বিধায়কের।

মুক্তিযোদ্ধারা ভর্তি রয়েছেন দিল্লির হাসপাতালে, দেখতে এলেন বাংলাদেশের মন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী একেএম মোজাম্মেল হক সহ বাংলাদেশের আধিকারিকদের একটি টিম বৃহস্পতিবার দিল্লির আর্মি হাসপাতালে গিয়ে অসুস্থ মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে দেখা করেন। প্রসঙ্গত ওই হাসপাতালে তিনজন মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা চলছে। খবর হিন্দুস্তান টাইমস সূত্রে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছিল ভারত। ভারতীয় প্যারাট্রুপাররা উত্তর ঢাকাতে নেমে পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিল। DH-47F চিনুক হেলিকপ্টার ও চারটি এমআই-১৭ চপার সেই সময় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছিল। ভারতীয় বায়ুসেনা সেই সময় অত্যন্ত সাহসিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছিল। পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তানে সেই সময়ে মেঘনা নদীর ধার বরাবর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বীরের মতো শত্রুর বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েছিল বাহিনী। হাসপাতালের কমান্ডান্ট লেফটেনান্ট জেনারেল অজিত নীলাকান্ত ওই প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান।এদিকে সরকারের তরফে ওই অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সুসম্পর্ক রয়েছে। ২০২১ সালের সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ সেনা অংশ নিয়েছিল। ভারতে এসে এনিয়ে তৃতীয়বার অংশ নিয়েছিল বাংলাদেশের সেনা। অন্যদিকে ৭১এর যুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের বিজয়কে স্মরণ করে ভারতীয় বায়ুসেনা গত বছর রিপাবলিক ডের পয়ারেডে বিশেষ কলাকৌশল দেখিয়েছিল।

সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো

জোরপূর্বক কেড়ে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রতিবাদ করাতে খুন হতে পারে তিনটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্নীতি হবে , জোরপূর্বক জমি কেড়ে নেয়া হবে, জমি মাফিয়াদের উৎপাত বাড়বে রাজনৈতিক নেতাদের হাত ধরে তবুও প্রতিবাদ করা যাবে না। এমনই পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে হচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবার সহ মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে। প্রশাসন কে জানিও কোন ভাবে সুরাও বা নিরাপত্তা মেলে না এই পরিবারে, কেন্দ্রীয় সরকার তো নিরাপত্তা বিষয়ে একবারই ও খোঁজখবর নেন না, অন্যদিকে রাজ্য সরকারের তেমনি কোন ভূমিকা দেখা মিলছে না। প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রতিবাদ করাতে খুন হতে পারে তিনটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। এ প্রশ্নের জবাব নেই কারোর কাছে, তবে মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুন হওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে, তা বিভিন্ন সূত্র মারফতে জানা যায়।

সম্পাদক পরিবারের যে জমিগুলো কেড়ে নিতে চাইছে সেগুলো সরকারি প্রকল্প নিজে গৃহ ,নিজে ভূমি দেখিয়েছে জনগণের নামে সরকারিভাবে। আর সেই সব টাকাগুলো দুর্নীতি হয়েছে তেমনি জানা যাচ্ছে বিভিন্ন মারফতে। প্রায় সরকারি তিন কোটি টাকা দুর্নীতি কবলে পড়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা, সরদার পরিবারের জমি দেখিয়ে সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে। এই দুর্নীতি সামনে আসতে হতবঙ্ক পুলিশ প্রশাস। সেই কারণেই অনেকে বলছে

যত দিন যাচ্ছে ততই যেন এক একটা করে দুর্নীতির মোর নিচ্ছে, এতদিন শোনা যেত গ্রামবাংলায় জোরপূর্বক বিরোধীদলের কর্মীদের জমি কেড়ে নেয়া হতো। এখন ঠিক তার উল্টো পুরাণ চলছে এর থেকে বাদ পড়েনি সংবাদ মাধ্যমে জড়িয়ে থাকা তিন তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারও। লোকাল প্রশাসন যতই ধামাচাকা দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, পুলিশের কাছে স্পষ্ট হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত। জমি জায়গার জন্য একদিন হয়তো মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যে কোন কৌশলে মেরে দিতে পারে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় এক শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা। ছোট্ট একটি উদাহরণ তুলে কথা বলি, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমিগুলো তার পূর্বপুরুষের, যেমন ক্যানিং মহকুমা দু'নম্বর ব্লকের আঠারবাকি অঞ্চলের হেদিয়াবাদ মৌজা জিএল নাম্বার ৬৭,দাগ নম্বর ১০৭৩,১২৬৬, ১২৬৫/১২৬৯ জমিগুলো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের। এই দাগের জমিগুলো কেড়ে নেবে বলে প্রায় ১০০ জন লোকের নিজের গৃহ নিজ ভূমি পাট্টা দিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের নামে , সেখানে নেতা পরিবারে সবচেয়ে বেশি নাম সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় বাবুর জমি জায়গার মধ্যে। নিজ গৃহ নিজে ভূমি প্রকল্পের অনেকেই ঘরও পায়নি জমিও পায়নি অথচ কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়েছে তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি কিভাবে অন্য লোকের নামে নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্পের রেকর দেয়া হলো ক্যানিং টু বি এল আর অফিস থেকে। গতকাল সোমবার মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারের জমির উপরে সেই সব ব্যক্তিদের তদন্ত করার জন্য ডাকা হয়েছিল বিএলআর ও থেকে, প্রায় ৪০ জনকে নোটিশ পাঠিয়েছিলেন আর মৃত্যুঞ্জয়কে সেখানে ডাকা হয়েছিল, পরিস্থিতি উত্তেজনা থাকার কারণে মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে থেকে পুলিশের জানিয়েছিল। পুলিশ আসার ফলে

লোকাল রাজনৈতিক নেতা ও ভূমি ও ভূমি সংস্কারের আধিকারিক দের উদ্দেশ্যটা বানচাল হয়ে যায়, এই দিনে আর তদন্ত করা হলো না। ম্যাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই অজুহাত দেখিয়ে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের অফিসে ম্যাপ থাকে না এটা হতেই পারে না। তাহলে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের জমির উপরে যবর দখল ঘর বাঁধিয়ে দেবে বলে সময় নিলেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মনে পড়ে যাচ্ছে, বিগত দিনের কয়েকটি মুহূর্ত সম্পাদক পরিবারের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। তাই বলতে চাই স্বতন্ত্র মাধ্যমকে বলা হয় সংবাদপত্র বা ডিজিটাল মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া সহ অন্যান্য মাধ্যমকে। আর এই স্বতন্ত্র সম্পাদনা যারা করে তারা সর্বদাই রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হয় এটাই হচ্ছে সত্য বা স্বতন্ত্রের পরিকাঠামো, সেটা আইনগতভাবে বৈধ ভাবমূর্তি ও রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদনার যা চরিত্র তা পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকাই দরকার, আর সেটা কুড়ি বছর ধরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যথাযথভাবে পালন করছে। একশ্রেণীর মূর্খ রাজনৈতিক নেতারা এই সম্পাদক পরিবারের রাজনীতি করাতে বাধ্য করছে বহু ক্ষেত্র। ২০০৭ সাল থেকে আজকের ২০২৩ সাল পর্যন্ত বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। বহুভাবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে মেরে ফেলার চেষ্টা যেন অব্যাহত রয়েছে, সম্প্রীতি বিকালে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতাকে রাস্তায় আটকে হুমকিস্বরে জমি জায়গা দলিল দেখানোর কথা বলে এক নেতা, যার স্ত্রীর নামে নিজ গৃহ নিজে ভূমির রেকর্ড আছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমির উপরে। কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে, এইভাবে জোট জুলুম করে জমি জায়গার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা এইসব নেতাদের। সেই কারনে কী সম্পাদক পরিবারের জমি জায়গা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই জমিগুলো সম্পাদক পরিবারের দখলে আছে। জমিগুলো রেকর্ড অন্য লোকের নামে করেছে নেতারা,তাহলে কি প্রশাসনের একাংশ যুক্ত এই কাজে, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আরো নোটিশ দেওয়ার ফলে ?আর এসবের প্রতিবাদ করছে বলে প্রতিবছর বিষ দিয়ে পুকুরের সমস্ত মাছ মেরে দেয়া হয়, তাদের জীবন জীবিকাই আঘাত হানছে বারবার। একদিকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা অন্যদিকে অনাহারে মারার পরিকল্পনা অব্যাহত। কেন না মাছ ও পোল্ট্রি চাষ করে, সরদার পরিবারের জীবন জীবিকা চলে। এখানে আঘাত হানার পরিকল্পনায় অব্যাহত রয়েছে দিনের পর দিন ২০০৬ সাল থেকে আজও পর্যন্ত ,বহু ঘটনা প্রশাসনের জানিয়েছে প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। সত্যিকারে কি এই পরিবারটাকে বিলুপ্ত করে দিতে চাইছে, আসল রহস্য বা কি রয়েছে ।কিসের কারণে এই পরিবার বারবার নিরাপত্তায় হীনতায় ভুগছে কুড়িটা বছর ধরে। তাহলে কি জোর করে রাজনীতি করিয়েই ছাড়বে এটাই কি আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নেতাদের, এই এলাকায় তো চলে এক নায়কতন্ত্র রাজত্ব। বিরোধী বা নিরপেক্ষ বলে কোন মাধ্যমকে রাখতে দেবে না এটাই কি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূল চিন্তাভাবনা, তা না হলে কেনই বা ১৪ জুলাই রাতে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে পুকুরে বিষ দিয়ে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা মাছের ক্ষতি করে দিল। ব্লুথ স্তরের কিছু নেতারা বাড়িতে এসে নিউজ সারাদিন সম্পাদকের পরিবারকে বারবার বলছে পার্টি যদি যাও তাহলে এসব ঘটনা আর ঘটবে না কোনদিন। তাহলে ভারতবর্ষে চতুর্থ নম্বর স্তম্ভের মর্যাদা কি রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উদাহরণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে দেখে স্পষ্ট হয়ে যায় জনসাধারণের কাছে। তা না হলে বারবার নিরাপত্তার আর্জি জানিও প্রশাসন এই পরিবারের নিরাপত্তা দেয় না। কেনই বা এই পরিবারের নামে মিথ্যা মামলা করে হয়রান করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতা ও মাতা কে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করানোর পরিকল্পনা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সে কথাও দু'চারটে লোকাল সাংবাদিকদের মুখে মুখে প্রকাশ পায়। সম্পাদকের কণ্ঠ রোধ করাতেই উঠে পড়ে লেগেছে রাজনৈতিক নেতারা, তাই যখনই নির্বাচন আসে তখনই এই সরদার পরিবারের উপর কোনো না কোনো ঘটনা অত্যাচার অবিচার অনাচার নামিয়ে দেয়। সুযোগ পেলেই মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যেকোনোভাবেই মেরে দেবে সে পরিকল্পনা চলতেই থাকে প্রতিনিয়ত। পুকুরে বিষ ফিসারি বিষ নানান রকম ক্ষয়ক্ষতি এই পরিবারের উপরে হয় বা কেন? লোকাল প্রশাসনকে জানালে সাধারণ মানুষের থেকে আরও বেশি হয়রানি করাতে থাকে এই পরিবারকে! দীর্ঘদিন ধরে যেসব ঘটনা প্রশাসনিকভাবে মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিজে লিখিত জানিয়েছে আজকের দিন পর্যন্ত তার কোন সূরাহ ও মেলেনি, মানুষ নয় অমানুষ তাই এদের উপরে এসব অত্যাচার চলে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যা ঘটনা ঘটতেই থাকে লোকাল প্রশাসন সবটাই কিছুই ঘটেনি বলে চালিয়ে দেয় সর্বোচ্চ লেবেলে। পুলিশ প্রশাসনের উচ্চতম কর্তারা ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে চেনে এবং সৎ সাহসী নির্ভীক সম্পাদক বলেও জানে তার পরেও তারা এই পরিবারকে রক্ষা করতে পারে না। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মাথা নত করে চলতে হয় প্রশাসনের উচ্চতম কর্তা ব্যক্তিদের মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঘটনায় উদাহরণ দেয়। কিন্তু বা রাজ্য দুই সরকারকে লিখিত জানিও এই পরিবারের নিরাপত্তায় অভাবেও ভুগছে দীর্ঘদিন যাবত। আসলে এই পরিবারের অপরাধ টা বা কী শাসক দলের সঙ্গে রাজনীতি করে না, আর বিরোধীদলের সঙ্গে রাজনীতিতে যায় না , সেই কারণে এই পরিবারের উপরে অত্যাচারটা লাগাম টেনে রেখেছে। এই ঘটনাটা নিউজ সারাদিনের প্রকাশ পেলেও সাংবাদিক পরিবারের উপরে আবারো অত্যাচার ভয়ংকর ভাবে নামতে পারে, সেটা বিগত দিনেও হয়েছে। সাংবাদ কি বা সম্পাদকের স্বতন্ত্র স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক নেতাও প্রশাসন কেড়ে নিতে চাইছে? তা না হলে এই পরিবার রাজনৈতিক করে না বলে বারবার বিভিন্ন বদনাম সহ অত্যাচার অবিচার অনাচার ও অনাহারে থাকার পরিকল্পনা অব্যাহত! প্রায় সাংবাদিক মুখে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বদনাম কর এটাই শোনা যায়। তাহলে কি এইসব ঘটনার পিছনে সাংবাদিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতারা একভাবে অত্যাচারের অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করছে? দীর্ঘদিন ধরে তানাহলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা কেন দেয়া হলো না? কেনই বা এই পরিবারের একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। আর এসব কথা লিখলে প্রশাসনের একাংশ বেজায় চটে যাবে। তবে যে ছেলেটি কুড়িটা বছর ধরে সত্যের সন্ধানে নির্ভীক নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে এসে আজকের এ তিন তিনটে কাগজের সম্পাদক তার পরিবারে অত্যাচার আমাদের পত্রিকা সম্পাদক মন্ডলী কোন ভাবে বরদাস্ত করে না। পুলিশের গোয়েন্দার বিভাগ ঘটনা ঘটার আগে কি কিছু জানতে পারে না, যদিবা জানে কিসের ভয়ে সেই সত্যটা সামনে আনতে পারে না। একাধিক আইএ এ ও আইপিএস সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে ব্যক্তিগতভাবে জানে বা চেনে তারপরে এসব ঘটনা ঘটেই বা কিভাবে? বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে বা কে? সম্পাদক মন্ডলীর একাংশ তো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চলে গিয়েছে আর যেসব সাংবাদিক গুলো সম্পাদকগুলো নিরপেক্ষ ভাবে খবর পরিবেশন করার চেষ্টা করছে, তাদের উপরে অত্যাচার অবিচার খুনের পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে আর সেই উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারসহ মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে প্রশাসনিকভাবে নিরাপত্তা দিতে হবে এই দাবি তুলছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। এই পরিবারের এমনই বহু দাবি বহু বছর তুলেও আজও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাহলে কি ভবিষ্যতে বাংলায় কাগজের সম্পাদকদের এহেনে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগতে হবে গ্রামগঞ্জে থাকলে? এই পরিবাহীর কথা কি কেউ কর্ণপাত করছে না তাহলে এই এলাকায় সাধারণ মানুষের অবস্থাই বাকি। কেনই বা এই পরিবারের পুকুরে ফিসারী প্রতিবছর বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া হয় এর আসল উদ্দেশ্য বা কি রয়েছে। সত্যি কি পুলিশ প্রশাসন জেগে ঘুমাচ্ছে। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মরে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, সে ফুটেজ তো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে তুলে প্রশাসনকে পাঠায় তারপরে প্রশাসন কেনই বা নির্বাক হয়ে থাকে? এই নির্বাক হয়ে থাকার আসল কারণ কি প্রশাসনকে রাজনৈতিক চাপে ভুগতে হচ্ছে? তা না হলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার সহ তাকে আজও নিরাপত্তা দেয়া হলো না, খুন হয়ে যাওয়ার পরে কি এই পরিবার নিরাপত্তা ভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে? বহু ঘটনা বহুবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার মেইল করেছে রাজ্যপাল সহ প্রশাসনের একাধিক ব্যক্তিদের তারপরও আজকের দিনেও নিরাপত্তায় ভুগছে সম্পাদক পরিবার! এই পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীদের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেও আজও নিরাপত্তা পায়নি তেমনি অভিযোগ! সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যে কোনো ভাবে নিরাপত্তায় পায়, সে ব্যবস্থা করলে নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মন্ডলি থেকে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব স্বীকার করব আগামীদিনে ।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৯১ সংখ্যা ২৭ অক্টোবর, ২০২৩ শুক্রবার ০৯ কার্ত্তিক, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

দুর্নীতির অভিযোগে নেতা-মন্ত্রীদের বাড়ি বাড়ি তল্লাশি, প্রভাবশালী যোগে অনুঘটকের ভূমিকায় কে বা কারা?

কয়লা থেকে গরু পাচার, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী থেকে পুরনিয়োগ হয়ে আপাতত রাজ্য রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে খাদ্যবণ্টন দুর্নীতি নিয়ে। যে দুর্নীতির তদন্তের সূত্রে বৃহস্পতিবার সাতসকালে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সল্টলেকের দু'টি বাড়িতে হানা দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।তৃণমূল অবশ্য পাল্টা বিঁধেছে বিজেপি ও সিপিএমকে। শাসকদলের অন্যতম মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "সিপিএম, বিজেপি কাচের ঘরে বসে ঢিল ছুড়ছে। সিপিএমের নেতাদের পাশে কোন ব্যবসায়ীরা ঘুরতেন? ষাট্টা ডন রশিদ খান কার লোক ছিলেন? শুভেন্দু অধিকারী ঘনিষ্ঠ রাখাল বেরার কত সম্পত্তি? আসলে ওরা উন্নয়ন, জনসংযোগে পারছে না, তাই এ সব আজগুবি গল্প বলছে।"কলেজ স্ট্রিট এলাকায় জ্যোতিপ্রিয়ের আদি বাড়িতেও তল্লাশি করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা গিয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়ের আপ্তসহায়ক অমিত দে-র নাগেরবাজারের ফ্ল্যাটেও।

ইডি সূত্রের দাবি, রেশন দুর্নীতির তদন্তে ইতিমধ্যেই ধৃত বাকিবুর রহমান নামের ব্যবসায়ীকে জেরা করেই জ্যোতিপ্রিয়ের নাম মিলেছে। বাকিবুরের হাজার কাঠার উপর জমির সন্ধান মিলেছে বলে ইডি সূত্রের দাবি। কিন্তু শুধু বাকিবুরই নন। এখনও পর্যন্ত যে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, তার সবক'টি তদন্তেই প্রকাশ্যে এসেছে এক এক জন নেতার সঙ্গে একাধিক 'অনুঘটক'-এর যোগাযোগ। তাঁদের কেউ ব্যবসায়ী, কেউ কোনও নেতার দেহরক্ষী আবার কেউ কোনও বেসরকারি সংস্থার কর্তা।

কয়লা পাচারের তদন্ত সূত্রে একটা সময়ে তল্লাশি, ডাকাডাকি ছিল রুটিন খবর। সেই তদন্ত সূত্রেই একদা যুব তৃণমূল নেতা বিনয় মিশ্রর নাম সামনে এসেছিল। বিনয়কে অবশ্য ছুঁতে পারেনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শোনা যায়, তিনি প্রশান্ত মহাসাগরীয় এক দ্বীপরাষ্ট্রে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। বিনয়ের ভাই বিকাশকে গ্রেফতার করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পরে তিনিও জামিন পান। বিনয়ের সঙ্গে পুরুলিয়ার ব্যবসায়ী অনুপ মাঝি ওরফে লালার যোগ ছিল বলে অভিযোগ। লালা আপাতত আদালতের রক্ষাকবচ পেয়ে বাইরে থাকলেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বার বার আদালতে দাবি করেছে শাসক, পুলিশ, এবং কয়লাখনি কর্তাদের নিবিড় সমন্বয়ের ফলেই দিনের পর দিন কয়লা পাচার হয়েছে।প্রসঙ্গত, কয়লা পাচারের তদন্ত সূত্রে তৃণমূলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ইডি-র জেরার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল তাঁর স্ত্রী রুজিরা নারুলাকেও। একটা সময়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিষেকের সঙ্গে বিনয়ের 'সখ্য' নিয়ে নানা কথা বলতেন। কিন্তু কয়লা পাচার মামলায় কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার পর অভিষেক সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেছিলেন, বিনয়ের সঙ্গে শুভেন্দুর কথোপকথনের 'অডিয়ো ক্লিপ' তাঁর কাছে রয়েছে। দরকারে তিনি সেটি আদালতে জমা দিতে পারেন। অভিষেকের সেই হুঁশিয়ারির পরে শুভেন্দুকেও আর সে ভাবে বিনয়ের নাম নিয়ে কিছু বলতে শোনা যায় না।লালা রক্ষাকবচ পেলেও তাঁর বেশ কয়েক জন সাগরেদকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। একটা সময়ে লালার ডেরা থেকে উদ্ধার হওয়া ডায়েরি নিয়েও বিস্তর আলোচনা হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। পরে অবশ্য তা স্তিমিত হয়ে যায়। কারণ, কয়লা পাচারের বদলে ২০২২ সালের জুলাই থেকে আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে শিক্ষকনিয়োগ দুর্নীতিতে ততকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারি। এই দুর্নীতিতেও অনেক 'অনুঘটক'-এর ভূমিকা রয়েছে বলে দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। কখনও সামনে এসেছে এসএসসি-র উপদেষ্টা কমিটির কথা। আবার প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে প্রকাশ্যে এসেছে ওএমআর শিট প্রস্তুতকারক সংস্থার জালিয়াতির কথা। পার্থের পাশাপাশি নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে বন্দি হয়ে জেলে রয়েছেন পলাশিপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মানিক ভট্টাচার্য, বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। তদন্তকারী সংস্থা বার বার আদালতে দাবি করেছে, মন্ত্রী থাকালীন পার্থ বাকিদের জড়িয়ে নিয়েই সবটা করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে অনুঘটকের তালিকা দীর্ঘ। শান্তিপ্রসাদ সিংহ, অশোক সরকার, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, তাপস মণ্ডল, প্রসন্ন রায়, কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু অনেক নাম।

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির তদন্ত সূত্রেই আর এক অনুঘটক অয়ন শীলের নাম সামনে আসে। সেই অয়নের সূত্রে আবার সামনে আসে পুরনিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ। যে তদন্তে ইতিমধ্যেই অসংখ্য পুরসভার দফতর, বর্তমান ও প্রাক্তন চেয়ারম্যানদের বাড়িতে হানা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার আধিকারিকেরা। পুরনিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের বাড়িতেও দিনভর তল্লাশি চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।সমান্তরাল ভাবে রাজ্যে গরু পাচার মামলাতেও তদন্ত চলেছে। এখনও চলছে। সেই তদন্তের সূত্রেই গ্রেফতারির পর আসানসোল জেল হয়ে আপাতত তিহাড় জেলে রয়েছেন তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। তাঁর কন্যা সুকন্যাও জেলে রয়েছেন। গরু পাচারের তদন্তেও অনুঘটকের নাম নেহাত কম নয়। এনামুল হক, আবদুল লতিফদের 'পাচারের মাথা' হিসাবে চিহ্নিত করেছে সিবিআই এবং ইডি। তারা এ-ও দাবি করেছে, এনামুলদের সঙ্গে অনুব্রতের 'সেতুবন্ধন' করে দিয়েছিলেন তাঁর দেহরক্ষী সহগল হোসেন । সহগলও এখন তিহাড় জেলে। যদিও এনামুল আদালতের রক্ষাকবচ পেয়ে আপাতত বাইরে রয়েছেন।সিবিআইয়ের খাতায় 'ফেরার' ছিলেন বীরভূমের ব্যবসায়ী লতিফ। কিন্তু বিজেপি নেতা তথা ব্যবসায়ী রাজু ঝা খুনের সময়ে শক্তিগড়ের অকুস্থলে তিনি ছিলেন বলে সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে। তার পরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন। অনুব্রতের হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারিকেও গ্রেফতার করেছিল ইডি। যদিও কিছু দিন আগে তিনি জামিন পেয়েছেন।

খাদ্যবণ্টন দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত সূত্রে যখন ইডি জ্যোতিপ্রিয়ের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছে, তখন অনেকেই অন্য দুর্নীতির ঘটনা ও এবং তার সঙঅগে জড়িত বিভিন্ন অনুঘটকের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। যদিও জ্যোতিপ্রিয় আগেই বলেছেন, তিনি বাকিবুরকে চেনেন না! যে ভাবে তাঁর নাম জড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, তা আসলে ঘৃণ্য রাজনীতির নকশা। কিন্তু বাংলায় যত দুর্নীতির অভিযোগ, ততই দীর্ঘ অনুঘটকদের তালিকা। যাঁরা 'সেতু' গড়ে দিতেন বলে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উঠেছে।বিরোধীরাও সামগ্রিক ভাবে নেতাদের সঙ্গে 'অনুঘটক'দের যোগকে অভিন্ন নকশা হিসাবে দেখছেন। রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "আসলে অনুঘটকেরা নেতাদেরই মুখ। নেতারা নেপথ্যে থেকে এঁদের দিয়ে সব করিয়েছেন।" কংগ্রেস মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায় বলেন, "দুর্নীতি-যোগে তৃণমূলের যে নেতাদেরই নাম জড়াচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, তাঁদের আপ্তসহায়ক, দেহরক্ষী বা ঘনিষ্ঠদের বিপুল সম্পত্তির হদিস মিলছে। প্রশ্ন হল, আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন বিপুল সম্পত্তি তাঁরা করে ফেললেন, অথচ রাজ্য সরকারের পুলিশ, গোয়েন্দা দফতর কিছু জানত না?" সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, "গোটাটাই পরিকল্পিত। এক এক জনকে সামনে রেখে এক এক জন নেতা সব করেছেন।"

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

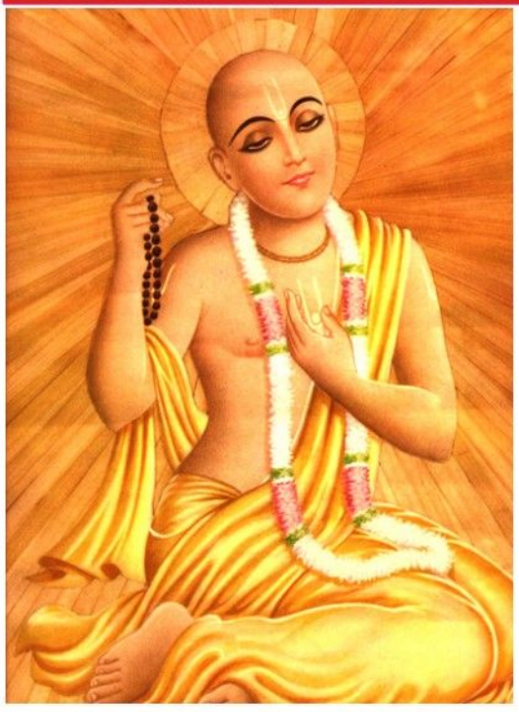

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অন্যদিকে শ্রীচৈতন্য গবেষকদের মতে শ্রীচৈতন্য জীবনের শেষ আঠারো বছর, আবার কারো মতে চব্বিশ বছর উড়িষ্যার পুরীধামে অতিবাহিত করেন। উড়িষ্যার সূর্যবংশীয় রাজা প্রতাপরুদ্র; নিমাইকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে মনে করতেন। জীবনের শেষ বছরগুলিতে তিনি কৃষ্ণভক্তিভাবে উদাস ও ভাবসমাধিস্থ থাকতেন। কারোর মতে কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত হয়ে তিনি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অন্তরেই বিলীন হয়ে যান। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তৃতীয় পর্ব)

বিষ্ণুর ছদ্মবেশে লক্ষ্মীর নিকট উপস্থিত হলে লক্ষ্মী দেবী তাঁদেরকে বিশ্বরূপ দেখাতে বলেন। কারণ লক্ষ্মী দেবী জানতেন যে, একমাত্র বিষ্ণুই বিশ্বরূপ দেখাতে সক্ষম। কিন্তু কেউই বিশ্বরূপ দেখাতে না পেরে লজ্জিত হয়ে চলে যান। তাঁরপর লক্ষ্মীর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে একদিন বিষ্ণু নিজে লক্ষ্মীর নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁর ইচ্ছায় বিশ্বরূপ দেখালেন। তারপর মহর্ষি ভৃগু তাঁর কন্যা লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর হস্তে সমর্পণ করলেন। এভাবে লক্ষ্মী দেবী বিষ্ণুপত্নী হলেন। লক্ষ্মী দেবীর উৎপত্তি বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবত, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ অনুসারে লক্ষ্মী দেবীর উৎপত্তি হয়েছে সমুদ্র থেকে। দুর্বাসা মুনির শাপে স্বর্গ একদা শ্রীহীন বা লক্ষ্মী-ছাড়া হয়ে যায়। তখন বিষ্ণুর পরামর্শে স্বর্গের ঐশ্বর্য ফিরে পাবার জন্য দেবগণ অসুরদের সাথে নিয়ে সমুদ্র-মন্থন শুরু করেন। সেই ক্ষীর-সমুদ্র মন্থনের ফলে উঠে আসল নানা রত্ন, মণি-মাণিক্য, অমৃতসুধা আরও কত কি। এসব ছাড়াও সমুদ্র-মন্থনের ফলে উঠে আসলেন লক্ষ্মী লক্ষ্মী দেবী এবং ঠাই পেলেন বিষ্ণুর বক্ষে। সমুদ্র থেকে দেবীর উদ্ভব বলে দেবীকে বলা হয় সমুদ্রোদ্ভবা। সমুদ্র হল অশেষ ধন-রত্নের আধার। ধনরত্নে পরিপূর্ণ বলে সমুদ্রকে রত্নাকরও বলা হয়। যেহেতু লক্ষ্মী দেবী হলেন ধন-সম্পদের দেবী সেহেতু সমুদ্র থেকে দেবী লক্ষ্মীর উৎপত্তির কাহিনী কল্পিত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। বিষ্ণু হলেন জগতের প্রতিপালক। প্রজাদের লালন-পালন করতে ধন-রত্নের প্রয়োজন রয়েছে আর সেজন্যই বিষ্ণু ধন-ঐশ্বর্যের লক্ষ্মী দেবীকে বুকে স্থান দিলেন।

লক্ষ্মী দেবীর রূপ

লক্ষ্মী দেবী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে অধিষ্ঠান করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে এই দেবী বৈকুণ্ঠে পরিপূর্ণতমা শ্রেষ্ঠা মহালক্ষ্মী, স্বর্গে ইন্দ্রের সম্পদরূপা স্বর্গলক্ষ্মী, পাতাল ও মর্ত্যে রাজাদের রাজলক্ষ্মী, গৃহে তিনি গৃহলক্ষ্মী ও অংশরূপে গৃহিনী এবং গৃহিগণের সম্পদরূপিণী মঙ্গলকারিণী মঙ্গলা। তিনি গাভীদের জননী সুরভী, যজ্ঞের পত্নী দক্ষিণা, তিনি ক্ষীরোদ-সমুদ্রকন্যা, পদ্মফুলের সৌন্দর্যরূপিণী, চন্দ্রের শোভারূপা, সূর্যমণ্ডলের শোভারূপা এবং অলঙ্কারে, রত্নে, ফলে, জলে, নৃপপত্নীতে, গৃহে, সকল শস্যে, বস্ত্রে ও পরিষ্কৃত স্থানে বিরাজমানা।কৃত্যতত্ত্বম-অষ্টবিংশতিতত্ত্বমে আছে, পাশ, অক্ষমালা, পদ্ম ও অঙ্কুশধারিণী, পদ্মাসনা, ত্রিলোকের মাতা, গৌরবর্ণা, সুরূপা, নানা অলঙ্কারে সজ্জিতা, বাম হস্তে স্বর্ণপদ্মধারিণী এবং দক্ষিণ করে বরদানকারিণী দেবীকে ধ্যান করি। তন্ত্রসার অনুসারে দেবী চার হস্তে বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা ও দুইটি পদ্ম ধারণ করে আছেন। তাঁর পীনোন্নত স্তনে মুক্তার শোভা পাচ্ছে। তন্ত্রসারের অন্যত্র গজলক্ষ্মীর যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা এরকম- দেবীর দেহ স্বর্ণবর্ণের। চারটি হস্তি শুড় দ্বারা অমৃতপূর্ণ স্বর্ণ-কলস তুলে অমৃতবর্ষণ করে তাঁর অভিষেক করছে। তিনি ডানদিকের উপরের হস্তে পদ্ম ও নিচের হস্তে বরমুদ্রা এবং বামদিকের উপরের হস্তে পদ্ম ও নিচের হস্তে অভয়মুদ্রা ধারণ করেছেন। তাঁর মস্তকে রত্নমুকুট, পরিধানে পট্টবস্ত্র এবং তিনি পদ্মে উপবিষ্টা আছেন।চণ্ডীতে যে মহালক্ষ্মীর উল্লেখ আছে- তিনি অষ্টাদশ ভূজা। তিনি অষ্টাদশ হস্তে অক্ষমালা, পরশু, গদা, বাণ, বজ্র, পদ্ম, ধনু, কমণ্ডলু, দণ্ড, শক্তি, অসি, ঢাল, ঘণ্টা, শঙ্খ, সুরাপাত্র, শূল, পাশ ও সুদর্শন চক্র ধরে আছেন। তন্ত্ররাজ গ্রন্থে এক সিদ্ধলক্ষ্মীর কথা আছে যার কৃপায় যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়। সে সিদ্ধলক্ষ্মীর একশত মুখ, দুইশত বাহু, প্রতিটি মুখ ত্রিনয়ন-বিশিষ্ট, ভয়ঙ্কর এবং সমান আকৃতি বিশিষ্ট শক্তি দ্বারা পরিবৃতা। লক্ষ্মী দেবীর রূপ বিশ্লেষণ করে রজোগুণেরই আধিক্য পাওয়া যায়। হিরণ্যবর্ণ, স্বর্ণমুকুট, নানা অলঙ্কার, হস্তিদের ছেটানো অমৃত-জলে স্নান প্রভৃতি বিষয়গুলো প্রকৃতির রজোগুণকেই সূচিত করে। দেবীর হাতে পদ্ম এবং তিনি পদ্মের উপর বসে থাকেন অর্থাৎ পদ্মের সাথে দেবীর একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। পদ্ম হল সূর্যের প্রতীক। আর সূর্য হল বিষ্ণুরই এক রূপ। বিষ্ণুর হাতেও পদ্ম রয়েছে। তাই বিষ্ণুশক্তি হিসেবে লক্ষ্মীর হস্তে পদ্ম থাকাটা স্বাভাবিক। আবার পদ্ম ভক্তিরও প্রতীক। দেবী ভক্তদের ভক্তি প্রদান করেন তাই ভক্তিপদ্ম তার হস্তে।

লক্ষ্মী দেবীর অবতার

বিষ্ণুর মত লক্ষ্মী দেবীরও অবতার রয়েছে। সীতা, রুক্মিণী, রাধা প্রভৃতি দেবী লক্ষ্মীর অবতার। প্রপঞ্চসার তন্ত্রে লক্ষ্মী দেবীর যে নয়টি শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তা হল- বিভূতি, উন্নতি, কামিত্ব, হৃষ্টি, কীর্তি, সন্নতি, ব্যুষ্টি, উৎকৃষ্টি ও ঋদ্ধি। মৎস্য পুরাণ মতে সরস্বতীর অষ্টশক্তির এক শক্তি হলেন লক্ষ্মী। সরস্বতীর অষ্টশক্তি হল লক্ষ্মী, মেধা, ধরা, পুষ্টি, গৌরী, তুষ্টি, প্রভা ও সতী। প্রকৃতপক্ষে দেবীর এক একটি শক্তি হল দেবীর এক একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য। লক্ষ্মী শুধু ধনের দেবী নয়। তিনি কৃষিসম্পদ, খনিজদ্রব্য, পশুসম্পদ, শিল্পসম্পদ ও বাণিজ্যেরও দেবী। তাই কৃষি ক্ষেত্রে, পশুপালনে, শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে উন্নতি করতে হলে দেবীর কৃপালাভ প্রয়োজন। ভূমিতে উৎপন্ন শস্য, খনিতে থাকা স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ সব কিছুর অধিষ্ঠাত্রী হলেন লক্ষ্মী দেবী। এজন্য তাঁকে ভূলীলা বলা হয়।

লক্ষ্মী দেবীর প্রিয় ও অপ্রিয়

লক্ষ্মী দেবীর কোন কোন স্থান প্রিয় আর কোন কোন স্থান অপ্রিয়, তা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উল্লেখ আছে। দেবী বলেছেন- যে সকল গৃহে গুরু, ঈশ্বর, পিতামাতা, আত্মীয়, অতিথি ও পিতৃলোক রুষ্ট হন সে সকল গৃহে আমি প্রবেশ করি না। আমি সে সকল গৃহে যেতে ঘৃণা বোধ করি, যে সকল ব্যক্তি স্বভাবতঃ মিথ্যাবাদী, সর্বদা কেবল নাই-নাই বলে, যারা দুর্বলচেতা এবং দুঃশীল, যারা সত্যহীন মিথ্যা সাক্ষ্য দান করে, বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন, যে সকল পাপী সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, ভয়গ্রস্ত শত্রুগ্রস্ত, ঋণগ্রস্ত, অতি কৃপণ, দীক্ষাহীন, শোকার্ত, মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন, স্ত্রী-বশীভূত, কুলটার পতি, দুর্বাক, কলহপরায়ণ, যারা ভগবানের পূজা ও তাঁর নাম-গুণাগুণ-কীর্তনে বিমুখ, যারা শয়নের পূর্বে পা ধোয় না, নগ্ন হয়ে শয়ন করে, বেশী ঘুমায় অথবা প্রভাতে, সায়াহ্নে বা দিনে নিদ্রা যায়, যাদের দাঁত অসংস্কৃত, পরিধেয় বস্ত্র মলিন এবং হাত বিকৃত তাদের গৃহে আমি কখনো গমন করি না। আমি সে গৃহেই বাস করি, যে সকল গৃহে সাদা কবুতর রয়েছে, যেখানে গৃহিনী উজ্জ্বল ও সুশ্রী, যেখানে কলহ নাই, ধানের বর্ণ স্বর্ণের মত, চাল রূপার মত এবং অন্ন-তুষহীন। যে গৃহস্থ পরিজনের মধ্যে ধন ও ভোগ্যবস্তু সমান ভাগ করে ভোগ করেন, যিনি মিষ্টভাষী বৃদ্ধগণকে সেবা করেন, প্রিয়দর্শন, স্বল্পভাষী, অদীর্ঘসূত্রী অথাৎ কোন কাজে অধিক সময় ব্যয় করেন না, ধার্মিক, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্যান, অগর্বিত, যিনি জনগণের সেবাপরায়ণ ও পরকে পীড়া দেন না, যিনি ধীরে সণান করেন, দ্রুত আহার করেন, ফুল তোলার পর গন্ধ নেন না,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

টাইগার ৩-তে থাকছেন শাহরুখও

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'এক থা টাইগার' মুক্তি পেয়েছিল ২০১২ সালে। কবীর খানের পরিচালনায়, যশ রাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের সূচনা হয়েছিল এই ছবির সঙ্গে। এরপর ধীরে ধীরে একের পর এক এজেন্ট যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু টাইগারের উজ্জ্বলতা এখনো অটুট। ৯ বছর পর টাইগার সিরিজের ৩ নম্বর ছবি নিয়ে পর্দায় ফিরছেন সালমান।

১৬ অক্টোবর প্রকাশ্যে এসেছে ছবির অ্যাকশন-প্যাক ট্রেলার। ছবির ট্রেলারে দেখা গেছে, সালমানের অতীতের এক শত্রু ফিরে এসেছে। সেই ভিলেনের চরিত্রে ইমরান হাশমি। টাইগার যেমন তার কাছ থেকে তার স্ত্রী-সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়েছে (সংলাপে দাবি এমনটাই) এবার সেও টাইগারকে সর্বহারা করে ছাড়বে।

যশরাজ স্পাই ইউনিভার্সের সবচেয়ে পুরোনো খিলাড়ি তিনি, তবে এবার মহাসংকটে টাইগার। একে তার ওপর দেশদ্রোহের অভিযোগ, তার ওপর পরিবার আর দেশ-দুইয়ের মধ্যে একটা বেছে নেয়ার কঠিন শর্ত। কীভাবে দু-কুল রক্ষা করবেন তিনি? এ নিয়েই এগোবে মণীশ শর্মার টাইগার ৩। এর আগে ইমরান হাশমিকে দেখা গিয়েছিল অক্ষয় কুমারের সঙ্গে 'সেলফি'তে।

সালমান বনাম ইমরান লড়াইয়ের মধ্যেই সবার চোখ খুঁজল একজনকে, শাহরুখ খান। 'পাঠান' ছবিতে স্পেশাল অ্যাপিয়ারেন্সে দেখা মিলেছিল টাইগারের, পাঠানকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করতে ছুটে এসেছিল টাইগার। এবার পাঠানের পালা বন্ধুকে সাহায্য করার। ছবির ট্রেলারে পাঠানের ঝলক দেখা যায়নি ঠিকই, তবে ফোনে টাইগারকে বলতে শোনা গেছে, 'একটা মিশনের জন্য আমার তোকে দরকার, বিষয়টা ব্যক্তিগত'।

অনুরাগীদের ধারণা টাইগার ফোনে পাঠানের কাছেই সাহায্য চেয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল এই ভিডিও ক্লিপস।

সূত্রের খবর, টাইগার ৩ ছবিতে শাহরুখের ক্যামিও চরিত্রের জন্য পানির মতো পয়সা খরচ করেছে যশ রাজ ফিল্মস। দুই তারকার কারিশমা ফুটিয়ে তুলতে যে সেট তৈরি করা হয়েছিল তারই খরচ ৩৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ পাঠানের এন্ট্রি সিনে দু'হাতে টাকা খরচ করেছেন প্রযোজক আদিত্য চোপড়া। এই দুই স্পাই চরিত্রকে আগামী বছর যশরাজ ফিল্মসের ওটাইগার ভার্সেস পাঠান্থ ছবিতে দেখা যাবে। তারই আগাম ঝলক দেখা যাবে টাইগার ৩-তে।

টাইগার ৩-তে অ্যাকশন মুডে পাওয়া গেছে 'জোয়া' ক্যাটরিনা কাইফকেও। তোয়ালে জড়িয়ে ক্যাটরিনার ফাইট সিকুয়েন্স নিয়ে আলোচনা সর্বত্র। দীপাবলিতে অর্থাৎ ১২ নভেম্বর মুক্তি পাবে এ ছবি। চিরাচরিত রীতি মেনে শুক্রবার নয়, রোববার মুক্তি পাবে গান।

হঠাৎ গায়েব প্রভাসের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ক্যারিয়ারের দিক থেকে সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না প্রভাসের। 'সাহো' থেকে শুরু করে 'রাধে শ্যাম' সাফল্যের মুখ দেখেনি কোনো ছবিই। চূড়ান্ত বিতর্ক ও ট্রলিংয়ের স্বীকার হয়েছিল তার ছবি আদিপুরুষ। এবার হঠাৎ সোশ্যাল মিডিয়া থেকে গায়েব হয়ে গেল দক্ষিণী সুপারস্টার প্রভাসের অ্যাকাউন্ট। ১৫ অক্টোবর ছুটির দিনে হঠাৎ অনুরাগীরা খেয়াল করেন, ইনস্টাগ্রাম থেকে হঠাৎ গায়ের প্রভাসের ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টটি। এক্স-এও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাকে। ফেসবুকে অবশ্য এখনো দেখা যাচ্ছে প্রভাসের ভেরিফায়েড প্রোফাইলটি। ইনস্টাগ্রামে ১ কোটির বেশি ফলোয়ার্স ছিল দক্ষিণী এই তারকার। এক্স অ্যাকাউন্টেও তার ফলোয়ার্স অনেক। তবে কেন হঠাৎ দুটি অ্যাকাউন্ট সরিয়ে নিয়েছেন প্রভাস, তা নিয়ে কিছুই জানানো হয়নি অভিনেতার টিমের পক্ষ থেকে। এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় অবশ্য রয়েছে অভিনেতার অসংখ্য ফ্যানপেজ।

সামনে আসছে তার ছবি 'সালার'। হিন্দি ছাড়াও তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও মালয়ালম ভাষায় মুক্তি পাওয়ার কথা ছবিটির। পাঁচটি ভাষায় ডিজিটাল, স্যাটেলাইট এবং গানের স্বত্ব বিক্রি করে মুক্তির আগেই ছবির ঝুলিতে এসেছে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা।

শোনা যাচ্ছে, নেটফ্লিক্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন প্রভাসের ছবির নির্মাতারা। বারবার পিছিয়েছে এই ছবি মুক্তির তারিখ। প্রথমে কথা ছিল ২৮ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে এই ছবি। যদিও সেই সময় 'দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার' মুক্তি পাওয়ায় পিছিয়ে দেয়া হয় এই ছবি মুক্তির তারিখ। এখন ২২ ডিসেম্বর ছবি মুক্তির তারিখ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

এদিকে, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়ায় উদ্বিগ্ন হয়েছে প্রভাসের ভক্তরা। সবার মনে একটিই প্রশ্ন, টানা ফ্লপ ছবি, বিতর্ক ও ট্রলিং থেকে দূরে সরে থাকতেই কী এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রভাস? সেই উত্তর অবশ্য মেলেনি।

'সালার'-এর মুক্তির দিনই মুক্তি পাওয়ার কথা শাহরুখের নতুন ছবি 'ডাঙ্কি'-র। এখন পর্যন্ত ক্রিসমাসের ছুটিতে মুখোমুখি হওয়ার কথা শাহরুখ ও প্রভাসের ছবির। তবে এই তারিখের আবার কোনো পরিবর্তন আসবে কি না তা এখনো জানা যায়নি। তবে, প্রভাস ও শ্রুতি হাসান অভিনীত 'সালার পার্ট ১: সিজফায়ার' এর মুক্তির অপেক্ষায় বহু দর্শক।

যে সিনেমায় থাকছে ভবিষ্যতের ধনী-দরিদ্রের লড়াই

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বেশ কয়কে বছর ধরে বলিউডে অ্যাকশন সিনেমার চাহিদা দারুণ। এ ধরনের সিনেমায় যদি বলিউডের তরুণ প্রজন্মের অভিনেতাদের বেছে নিতে হয় কোনো সন্দেহ নেই। তালিকায় একেবারে প্রথম সারিতেই উঠে আসবে টাইগার শ্রফের নাম। যদিও তাঁর ক্যারিয়ারের এখনও পর্যন্ত ছবির সংখ্যা হাতেগোনা, কিন্তু এর মধ্যেই নিজেকে ভারতের অ্যাকশন স্টারের তালিকাভুক্ত করে ফেলেছেন বলিউডের একসময়ের অন্যতম জনপ্রিয় নায়ক জ্যাকি শ্রফের এই পুত্র। এবার তাঁকে দেখা যাবে ভবিষ্যতের দুনিয়ায় গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে বলিউডের নতুন সায়েন্স ফিকশন 'গণপথ' সিনেমায়। সেখানে রয়েছে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে তুমুল লড়াই। 'গণপথ' সিনেমার প্রেক্ষাপট ২০৭০ সালের। যেখানে গণপথ ওরফে গুড্ডুর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন টাইগার শ্রফ। তাঁর নায়িকা জসসি হিসেবে দেখা যাবে কৃতি স্যাননকে। এক স্ট্রিট ফাইটারের চরিত্রে দেখা যাবে টাইগারকে; যিনি পথের লড়াই থেকে একসময় অংশ নেবেন বাস্তব লড়াইয়ে, খুব সম্ভবত বড় কোনো ওয়ার্ল্ড মিশনে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যাবে। শুধু টাইগার নন, ছবির নায়িকা কৃতি শ্যাননকেও এমনই এক লড়াকু চরিত্রে দেখা যাবে। 'হিরোপন্তি' জুটির অনস্ক্রিন রসায়ন ফের ফিরবে এই ছবির হাত ধরে। সিনেমাটি প্রযোজনা করছেন জ্যাকি ভগনানি। পরিচালনায় বিকাশ বহেল। এর আগে তিনি 'কুইন', 'সুপার ৩০'র মতো সিনেমা তৈরি করেছেন।

গণপথ ছবির আসল চমক অমিতাভ বচ্চন। প্রকাশ হওয়া ছবির ট্রেইলারে তাকে দেখা যায় চোখে কালো ফ্রেমের চশমা আর পরনে সাদা পোশাক; যা ধুলোয় ময়লা হয়ে গেছে। একই রঙের পাগড়ি পরেছেন বিগ বি। পাগড়ির একটি দিক দিয়ে আবার চোখ ঢাকা। ট্রেইলার দেখে যা মনে হচ্ছে, তাতে টাইগারের মেন্টরের কাজ করবেন অমিতাভ। তাদের বিপক্ষে দেখা যায় আন্তর্জাতিক শত্রুদের। তবে যা নজর কাড়ল ভিএফএক্সের ব্যবহার, যা এখনও পর্যন্ত তেমনভাবে কোনো ভারতীয় ছবিতে দেখা যায়নি। এই ছবির হাত ধরে ভারতীয় সিনে দুনিয়ায় কি এক নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে? নির্মাতাদের ইঙ্গিত অন্তত তেমনই। এখন ছবিটি কেমন হলো তা জানা যাবে আগামীকাল। কারণ সেদিনই ভারতজুড়ে মুক্তি পাবে ছবিটি।

আসছে কুমার শানুর সঙ্গে জেনিফারের 'দিলরুবা'

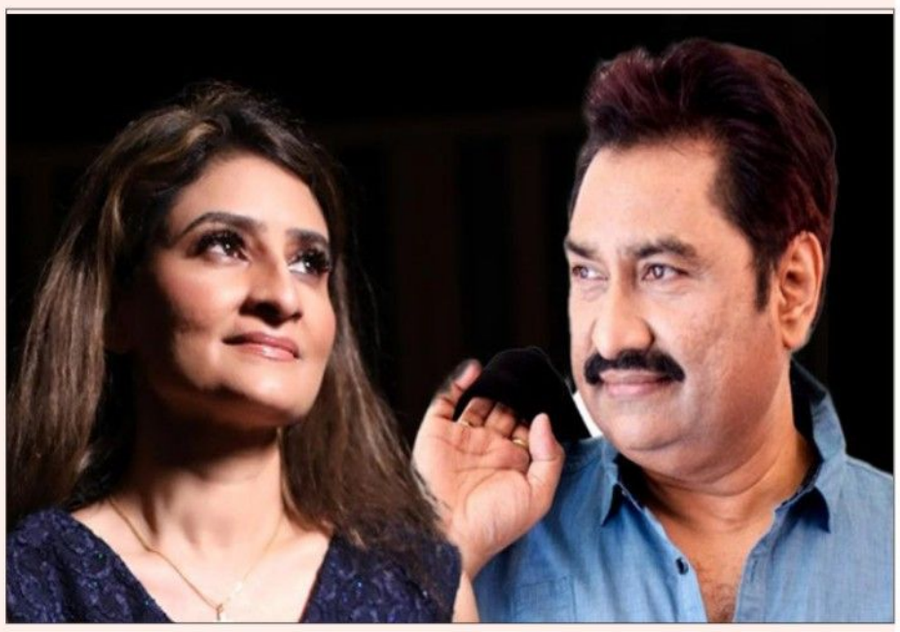

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের জনপ্রিয় গায়ক কুমার শানুর সঙ্গে নতুন একটি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন কানাডা প্রবাসী কণ্ঠশিল্পী জেনিফার। গানটির শিরোনাম 'দিলরুবা'। আগামী ২৬ অক্টোবর গানটি গানটি জেনিফারের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা হবে।

গানটি লিখেছেন রনিত ঘোষ, সুর করেছেন তাজুল ইসলাম আর সঙ্গীতায়োজন করেছেন এইচ আর লিটন। কুমার শানুর সাথে ডুয়েট গান করে উচ্ছসিত জেরিনফার জানালেন, 'শানু দা উপমহাদেশের জনপ্রিয় একজন কণ্ঠশিল্পী। তার সাথে ডুয়েট গান গাওয়া একটা সৌভাগ্যের বিষয়। তিনি আমাকে আশির্বাদ করেছেন এটাই আমার জীবনে বড় পাওয়া। আমি আশা করছি আমাদের গানটি শ্রোতাদের ভালো লাগবে।

জেনিফারের জন্ম ও বেড়ে ওঠা বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলায়। চট্টগ্রাম মহসিন কলেজ থেকে বি কম শেষ করে ২০০০ সালে কানাডার মন্ট্রিয়ল শহরে পাড়ি জমান। কানাডার ফ্রেন্স ভাষার ওপরে ডিপ্লোমা, নার্সিং, রিয়েলএস্টেট এজেন্ট, বিজনেস ল এর ওপরে ডিপ্লোমা করেছেন। ছোটবেলা থেকেই ওস্তাদ অতুল চন্দ্র সূত্রধর, সাথী ব্রেইক এবং বোন রিটার এর কাছ থেকে গানের হাতে খড়ি। বর্তমানে বাংলাদেশের কণ্ঠশিল্পী, সুরকার ও গীতিকার তাজুল ইসলামের কাছে সংগীত চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ইউরোর

মূল পর্বে ইংল্যান্ড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইউরো বাছাইয়ে প্রথম দেখায় ইতালির ঘরের মাঠ থেকে ২-১ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছিল ইংল্যান্ড। ফিরতি লেগে নিজেদের মাঠেও জিতেছে ইংলিশরা। ওয়েম্বলিতে ৩-১ গোলের জয়ে ইউরোর মূল পর্বে খেলাও নিশ্চিত করে ফেলেছে থ্রি লায়ন্সরা। ৬ ম্যাচে পাঁচ জয় ও এক ড্রয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে আছে ইংল্যান্ড। ৭ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে ইউক্রেইন। ৬ ম্যাচে ইতালির পয়েন্ট ১০। মূল পর্বে খেলতে হলে পরের দুই ম্যাচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের জন্য।

ওয়েম্বলিতে পনেরো মিনিটেই লিড পায় ইতালি। জিওভানি লরেন্সের পাসে ছয়গজ বক্সের ভেতর থেকে অনায়াসে জাল খুঁজে নেন স্কামাক্কা। অবশ্য ৩২ মিনিটে সমতা ফেরায় ইংল্যান্ড। স্পট কিক থেকে গোল করেন হ্যারি কেইন। মধ্যবিরতি থেকে ফিরে র‍্যাশফোর্ড ঝলক। বেলিংহামের পাস ধরে দারুণ শটে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। আর ৭৭ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় এবং ইংল্যান্ডের তৃতীয় গোল করে জয় নিশ্চিত করে হ্যারি কেইন।

সেমির স্বপ্ন দেখছে নেদারল্যান্ডসও

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আকাশে উড়তে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকাকে যারা মাটিতে নামিয়ে আনতে পারে, তারা যদি বলে, 'আমরা এই টুর্নামেন্টে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে এসেছি। আমরা সেমিফাইনাল খেলার সুযোগ তৈরি করতে চাই এবং আমরা যদি সেই লক্ষ্য পূরণ করতে চাই, তাহলে অবশ্যই অনেক দলকে হারাতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা এই আসরের ফেভারিট।

অন্তত এই বিশ্বকাপে তারা যেভাবে শুরু করেছে, সেটা ধরলে তাদের হারানোটা আমাদের জন্য অনেক বড় কিছু। ডাচ অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডসের কথার মধ্যে যে আত্মবিশ্বাসের চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পেয়েছিল। এখনও শ্রীলঙ্কা ছাড়া সব দলই অন্তত একটি করে জয় পেয়েছে। নেদারল্যান্ডসের হাতেও রয়েছে আরও ছয়টি ম্যাচ। অঙ্ক কষে তারাও সেমির স্বপ্ন দেখতেই পারে।

এমনিতে বিশ্বকাপ ইতিহাসে নেদারল্যান্ডস অপরিচিত নাম নয়। ১৯৯৬, ২০০৩, ২০০৮, ২০১১ আসরের পর এবার তারা ফের বিশ্বকাপে এসেছে। আগের সব আসরে ২০ ম্যাচের মধ্যে মাত্র দুটি জয় ছিল তাদের। সেখানে এবার প্রথম তিন ম্যাচেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দিয়েছে ডাচরা। এই প্রাপ্তি অবশ্যই গর্বিত করে এডওয়ার্ডসকে। ভারতে পা রাখার পর এক সাক্ষাৎকারে ডাচ অধিনায়ক বলেছিলেন, 'আমরা এখানে মজা করতে আসিনি। পর্যটক হয়েও আসিনি। আমরা এখানে বিশ্বকাপ খেলতে এসেছি। বাকি ৯ দলের মতো আমাদের হয়তো সব সময় এমন মঞ্চে খেলার সুযোগ হয় না। তাই এবার যখন সেই সুযোগ এসেছে, তখন কিছু একটা করে দেখাতে চাই আমরা।'

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৮২ রানে ৫ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর নেমেছিলেন অধিনায়ক। এর পর মারউইন আর আরিয়ানের সঙ্গে দুটি কার্যকরী জুটি বাঁধেন এডওয়ার্ডস। ৬৯ বলে ৭৮ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। গত বছর টি২০ বিশ্বকাপেও দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়েছিল নেদারল্যান্ডস। তা ছাড়া ডাচ দলের তিন ক্রিকেটার অতীতে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে বয়সভিত্তিক দলেও খেলেছেন। তাই প্রোটিয়ারদের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে অন্য অনেকের চেয়ে ভালো ধারণা ছিল। এ কথা অবশ্য অস্বীকার করেননি এডওয়ার্ডস। 'এটা ঠিক, আমাদের দলের অনেকে দক্ষিণ আফ্রিকা হয়ে কিছু ম্যাচ খেলেছেন। তাদের সম্পর্কে ধারণাও আছে বেশ। এদিন আমাদের সবকিছুই কাজ করেছিল।'

নেদারল্যান্ডসের কাছে হেরে

যা বললেন প্রোটিয়া অধিনায়ক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ ক্রিকেটে এবার দক্ষিণ আফ্রিকার শুরুটা হয়েছিল স্বপ্নের মতো। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪২৮ রান করে শেষ পর্যন্ত ১০২ রানে জিতে যায়। পরের ম্যাচেও অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে দেয় তারা। ১৭ অক্টোবর ধর্মশালায় তারা মুখোমুখি হয় নেদারল্যান্ডসের। ৪৩ ওভারে দরকার ছিল ২৪৬ রান। লক্ষ্য একদম ছোট নয়। তবে নেদারল্যান্ডসের বোলারদের তোপে নির্ধারিত ৪৩ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে রানে থেমে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই সঙ্গে প্রোটিয়াদের রানে পরাজিত করে এবারের বিশ্বকাপে বড় অঘটনের জন্ম দেয় ডাচরা। এর আগে, দক্ষিণ আফ্রিকার শক্তিশালী বোলিং আক্রমণ সামলে ৪৩ ওভারে ৮ উইকেটে ২৪৫ রানের চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহই দাঁড় করায় নেদারল্যান্ডস।

আগের দিন বাভুমা সংবাদ সম্মেলনে গর্ব করে বলে গিয়েছিলেন ডাচদের বিপক্ষে হারের পুনরাবৃত্তি করতে চান না, কিন্তু মাঠের খেলায় সেটিই প্রতিয়মান হলো। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ওয়ানডে বিশ্বকাপেও নেদারল্যান্ডসের কাছে হারলো দক্ষিণ আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসের অন্যতম লজ্জাজনক এই হারে বোলারদের দোষ দেখছেন অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা।

ম্যাচ শেষে পরাজিত দলের অধিনায়ক হিসেবে কথা বলার প্রাক্কালে তিনি বলেন, 'আমরা এক পর্যায়ে তাদের ১১২ রানের ভেতর ৬ উইকেট ফেলে দিয়েছিলাম। আমাদের উচিত হয়নি তাদেরকে দুইশোর বেশি করতে দেওয়া। আমরা সেটা করতে দিয়েছি। কিন্তু তবুও ব্যাটিং নিয়ে বিশ্বাস ছিল আমরা পারবো। কিন্তু তারা আমাদের ভুলগুলোকে ভালোভাবে কাজে লাগিয়েছে।'

অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিনশোর বেশি রান করলেও এই ম্যাচে মাত্র ২০৭ রানেই অলআউট হতে হয় প্রোটিয়াদের। বাভুমা বলেন, 'আমরা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নিখুঁত ছিলাম। আজ আমাদের ফিল্ডিং বাজে ছিল। দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমি বসে এটা নিয়ে কথা বলবো। এটা আপনাকে কষ্ট দিবেই।'

বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব:

এবার উরুগুয়ের কাছে হারল ব্রাজিল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের কনমেবল অঞ্চলে আগের ম্যাচে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ড্র করে পয়েন্ট হারিয়েছিল ব্রাজিল। এবার উরুগুয়ের কাছেও হেরে গেল পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ১৮ অক্টোবর এস্তাদিও সেন্টেনারিওতে ব্রাজিলকে ২-০ গোলে হারায় উরুগুয়ে। ম্যাচের প্রথম হাফে দুই দলই গোলের তেমন কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। যখন মনে হচ্ছিল প্রথম হাফ গোলশূন্য শেষ হতে পারে, তখনই গোল করে স্বাগতিকদের এগিয়ে দেন লিভারপুল স্ট্রাইকার ডারউইন নুনেজ। ম্যাচের ৪২তম মিনিটে ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউজোর পাস থেকে গোল করেন ফর্মের তুঙ্গে থাকা নুনেজ। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগে ইনজুরিতে পড়ে মাঠ ছাড়েন নেইমার। প্রথম হাফে প্রতিপক্ষের গোলবারে কোনো শট করতে না পারলেও, দ্বিতীয় হাফে বেশকিছু শট নেয় নেইমার-ভিনিসিউসরা। তবে উরুগুয়ের ডিফেন্স ও গোলরক্ষককে পরাস্ত করতে পারেনি তারা। উল্টো ম্যাচের ৭৭ মিনিটে গোল খেয়ে বসে ব্রাজিল। ডি-বক্সে নুনেজের পাস থেকে দারুণ এক গোল করেন আনমার্কে থাকা উরুগুয়ের মিডফিল্ডার নিকোলাস দে লা ক্রুজ। এই গোলেই উরুগুয়ের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। ম্যাচের বাকি সময়ে বল নিজেদের দখলে রেখে আক্রমণ চালিয়ে যায় ব্রাজিল, তবে গোলের দেখা পায়নি। ম্যাচের শেষ দিকে এসে নিজেদের ধৈর্য হারিয়ে ফেলে ব্রাজিলের ফুটবলাররা। একের পর এক ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন ম্যাথিউস কুনিয়া, গ্যাব্রিয়াল জেসুস এবং গোলরক্ষক এডারসন।

এই জয়ে ৪ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে উঠে এলো উরুগুয়ে। আর সমান ম্যাচে সমান পয়েন্ট নিয়েও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায় টেবিলের তিনে অবস্থান করছে ব্রাজিল। ৩ ম্যাচ খেলে ৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে রয়েছে আর্জেন্টিনা।

মেসি ম্যাজিকে

পেরুকে উড়িয়ে দিল আর্জেন্টিনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আর্জেন্টিনার জার্সিতে একাদশে ফিরেই চমক দেখালেন মেসি। প্রথমার্ধেই পেলেন দুইবার জালের দেখা। লিওনেল মেসির করা সেই দুই গোলেই ম্যাচ জিতল আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে পেরুকে ২-০ গোলে হারিয়ে টানা চতুর্থ জয় তুলে নিয়েছে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। আগের ম্যাচে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হয়ে মাঠে নেমেছিলেন মেসি। মাংসপেশির চোটের কারণে ইন্টার মায়ামির হয়ে চারটি ম্যাচ খেলা হয়নি এই তারকার। আর্জেন্টিনার হয়েও খেলতে পারেননি একটি ম্যাচ। অবশেষে চোট কাটিয়ে আলবেসিলেস্তেদের শুরুর একাদশে ফেরেন তিনি।

ম্যাচজুড়েই ছন্দে ছিলেন মেসি। পাসিং, ড্রিবলিংয়ে নজর কেড়েছেন। ম্যাচের ৩২ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন। নিকোলাস গঞ্জালেসের বাড়ানো বলে বক্সের ডান দিক থেকে বাম পায়ে শটে লক্ষ্যভেদ করেন আর্জেন্টাইন তারকা। ৪২ মিনিটে করেন দ্বিতীয় গোলটি। এনজো ফার্নান্দেসের পাস পেয়ে নিখুঁত শটে বল জালে পাঠান মেসি।

লাতিন অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এখন সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড মেসির। ৩১ গোল নিয়ে আছেন সবার উপরে। ছাড়িয়ে গেছেন উরুগুয়ের ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেজকে।

চাপের মুখে ভারত কী করে-

দেখার অপেক্ষায় থাকলাম

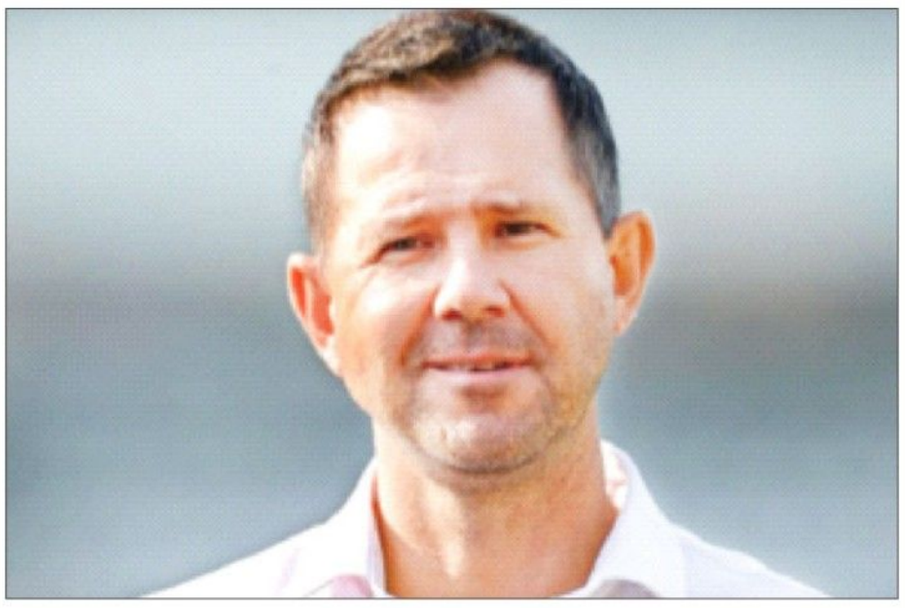

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আমি শুরু থেকেই বলে আসছি, ভারতকে হারানো কোনো দলের জন্যই সহজ হবে না। সেভাবেই তারা বিশ্বকাপ শুরু করেছে। আমি এখন দেখার অপেক্ষায় আছি, চাপের মুখে ভারত কেমন করে।

ঘরের মাঠে তাদের ওপর প্রত্যাশার চাপ অনেক বেশি। কোনো একটি ম্যাচে কোনো ক্রিকেটারের বাজে সময় যেতে পারে, ভারতীয় দলেরও একটি ম্যাচ বাজে যেতে পারে। যদিও এখন পর্যন্ত যা হয়েছে, তাতে খুশি ভারতীয় দল।

তবে এটা বলতেই হবে, সেরা কম্বিনেশন নিয়েই ভারত ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলতে নেমেছে। দলটি বাড়তি চাপ যেমন সামলাতে পারে, তেমনি একটি বিভাগের দুর্বলতা অন্যটি দিয়ে ঢেকেও দিতে পারে। তাদের রয়েছে ভালো মানের পেসার, তেমনি রয়েছে স্পিনারও। তাদের টপঅর্ডার, মিডল অর্ডার ব্যাটিং ফর্মে আছে। সত্যি বলতে কি, এমন একটি দলকে হারানো যে কোনো দলের জন্যই কঠিন। কিন্তু আমরা দেখার অপেক্ষায় আছি, প্রত্যাশার বাড়তি চাপ নিয়ে তারা এই টুর্নামেন্টের সামনের দিনগুলোতে কীভাবে এগিয়ে যায়। এটা কখনোই বলতে পারি না, তাদের ওপর চাপ নেই। অথবা এটা বলতে পারি না, সেই চাপ তাদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না। বিশ্বকাপ লম্বা টুর্নামেন্ট, এখানে অনেক কিছুই হতে পারে।

রোহিতের মতো দারুণ একজনের নেতৃত্ব পেয়েছে ভারত। আমি খেয়াল করে দেখেছি, সে খুব স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ব্যাটিং করে থাকে। মাঠে কিংবা মাঠের বাইরের যে কোনো প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেকে বের করে আনতে জানে। তবে বিরাট কোহলির মতো খেলোয়াড়, যাকে সমর্থকরা প্রচণ্ডভাবে ফলো করে, তার হয়তো এই সমর্থকদের জন্যই কিছু করে দেখানো প্রয়োজন।

বিশ্বকাপ ধামাকা

লঙ্কানদের কাছে ধরাশয়ী ইংলিশরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আফগানিস্তানের পর লঙ্কানদের কাছে ধরাশয়ী হয়েছে ইংল্যান্ড। শ্রীলঙ্কার কাছে আজ তারা হেরেছে ৮ উইকেটে। ইংল্যান্ডের দেওয়া ১৫৭ রানের লক্ষে ব্যাট করতে নেমে পাথুম নিসাঙ্কা ও সাদিরা সামারাবিক্রমার জোড়া হাফ সেঞ্চুরিতে মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে ২৫ ওভারেই জয় তুলে নেয় শ্রীলঙ্কা। এই হারে বিশ্বকাপে ৫টি ম্যাচের মধ্যে চারটি ম্যাচেই হারের তিক্ত স্বাদ পেলো ইংলিশরা। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কা তুলে নিলো চলতি বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় জয়।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটা ভালোই করেন দুই ইংলিশ ওপেনার জনি বেয়ারস্টো ও ডেভিড মালান। কিন্তু ৪৫ রানে এই জুটি ভাঙার পর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি ইংলিশরা। লঙ্কানদের বোলিং তোপে মাত্র ৮৫ রানেই ৫ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড। ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে বেন স্টোক ও মঈন আলি দলকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন কিন্তু মাত্র ৩৭ রানেই ভেঙে যায় এই জুটি। ইংল্যান্ডের হয়ে আজ সবচেয়ে বেশি রান করা বেন স্টোকও ফিরে যান ৪৩ রান করে। শেষ পর্যন্ত ৩৩ ওভার ২ বল খেলে সব উইকেট হারিয়ে ১৫৬ রান করতে সক্ষম হয় ইংলিশরা।

১৫৭ রানের লক্ষে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ২৩ রানেই ২ উইকেট হারায় লঙ্কানরা। ২৩ রানে ২ উইকেট হারানোর পর জুটি গড়েন পাথুম নিসাঙ্কা ও সাদিরা সামারাবিক্রমা। এই দুই ব্যাটারের জোড়া অর্ধশতকে মাত্র ২৫ ওভারেই ২ উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নিয়েছে লঙ্কানরা। পাথুম নিসাঙ্কা ৭৭ রানে ও সাদিরা সামারাবিক্রমা অপরাজিত থাকেন ৬৫ রানে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR